প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুল মদীনা

ফয়যানে মদীনা

ফেব্রুয়ারি
২০২৪

- আল্লাহর পথে ব্যয় করার উৎসাহের কুরআনী পদ্ধতিসমূহ
- ব্যবসার বিধান
- ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা
- সন্তানদের সাহসী করে তুলুন
- ওলামায়ে দ্বীনের মহত্ত্ব ও শানের কারণ
- আড়াই বছরে জনসমৃদ্ধির রহস্য (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

Translated by:
Translation Department
(Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

ফেব্রুয়ারি ২০২৪

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা
দেখতে থাকুন

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

পূর্বে প্রকাশিতের পর থেকে

উৎসাহের পঞ্চম ধরন: ভালো কাজ থেকে বিরত থাকার পেছনে কোনো না কোনো প্রতিবন্ধ থাকে, তা অভ্যন্তরিন হোক বা বাহ্যিক। আল্লাহ পাক তাঁর পথে ব্যয় করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কারণগুলোর ব্যাপারে আমাদের অবগত করেছেন। যেমনটি বাহ্যিক কারণগুলো রদ করে ব্যয় উৎসাহ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

لشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (۲۶۸)

অনুবাদ:শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় দারিদ্রতার আর নির্দেশ দেয় লজ্জাহীনতার এবং অ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের; আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়। (পারা:০৩, বাকারা

আল্লাহর পথে ব্যয় করার উৎসাহের কুরআনি পন্থাসমূহ

(দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

সদকা ও খয়রাত করার ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা হলো "শয়তান", যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে যে, লোকেরা! তোমরা যদি সদকা করো তবে তোমরা নিজেরাই অসহায় ও দরিদ্র হয়ে যাবে, সুতরাং ব্যয় করো না। এর উত্তরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে, শয়তান তো তোমাদের কৃপণতার দিকে আহ্বান করে, কিন্তু আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে ওয়াদা করছেন যে, যদি তোমরা তাঁর পথে ব্যয় করো, তবে তিনি নিজের অনুগ্রহ ও ক্ষমা দ্বারা ধন্য করবেন আর এটাও মনে রেখো যে, সেই মহিমান্বিত প্রতিপালক অত্যন্ত প্রাচুর্যময়, তিনি সদকার কারণে তোমাদের সম্পদে ঘাটতি হতে দিবেন না, বরং তাতে আরও বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।

উৎসাহের ষষ্ঠ ধরন: যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নেকী থেকে বিরত থাকার পেছনে কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে। হোক তা অভ্যন্তরিন কিংবা বাহ্যিক। সুতরাং যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণ শয়তানের কুমন্ত্রণাকে রদ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে অভ্যন্তরিন কারণ বর্ণনা করে সে ব্যাপারে নির্দেশনাও দিয়েছেন। অভ্যন্তরিন কারণ হলো নফসের লোভী ও কৃপণ হওয়া। আল্লাহ পাক এই নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তিতে সুসংবাদ শুনিয়েছেন, যেমনটি ইরশাদ করেন:

وَاُحۡضِرَتِ الۡاَنۡفُسُ الشُّحَّ ؕ

অনুবাদ:এবং অন্তরসমূহ লোভ-লিপ্সার ফাঁদে আটক রয়েছে। (সূরা নিসা: ১২৮)

এই লোভ থেকে মুক্তি পাওয়ার ফযিলত বর্ণনা করেছেন:

وَمَنۡ یُّوۡقَ شُحَّ نَفۡسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ۚ﴿۹﴾

অনুবাদ:এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, সুতরাং তারাই সফলকাম। (পারা: ২৮, হাশর: ০৯)

এই নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شُحّ (অর্থাৎ নফসের লালসা) থেকে বেঁচে থেকো, কেননা এ লালসা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস করেছে যে, এটিই তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ও হারাম কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

(মুসলিম শরীফ, ১০৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৭৬)

এভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে "কৃপণতা" হলো অনেক বড় অভ্যন্তরিন প্রতিবন্ধকতা। আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে নিন্দা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

هٰۤاَنۡتُمۡ هٰۤؤُلَآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنۡكُمۡ مَّنۡ یَّبۡخَلُ ۚ وَمَنۡ یَّبۡخَلۡ فَاِنَّمَا یَبۡخَلُ عَنۡ نَّفۡسِهٖ ؕ

অনুবাদ:হাঁ, হাঁ, এই যে তোমরা! তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কার্পণ্য করে এবং যে কেউ কার্পণ্য করে, তবে সে স্বীয় আত্মার উপরই কার্পণ্য করে। (পারা: ২৬, মুহাম্মদ: ২৮)

নিজেদের প্রতি কৃপণতা এভাবে করে যে, কৃপণতা করে ব্যয় করার সাওয়াব, গরীবের দোয়া, অসহায়দের ভালবাসা, নেককারদের

তালিকায় নাম, দানশীলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্তি, আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় আর কৃপণতার ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

উৎসাহের সপ্তম ধরন: নফসের লালসা ও কৃপণতার পেছনেও একটি কারণ রয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে বাঁধা দেয় আর তা হলো 'সম্পদের মোহ', বরং সম্পদের মোহ অনেক গুনাহের মূল। তাই যদি সম্পদের মোহ অন্তর থেকে বের হয়ে যায় বা কম হয়ে যায়, তবে আল্লাহর পথে ব্যয় করা সহজ হয়ে যায়। অতএব আল্লাহ পাক চমৎকার প্রজ্ঞাময়ভাবে সম্পদের মোহের নিন্দা ও মানুষের এই নিন্দনীয় বৈশিষ্টের শিকার হওয়ার বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ইরশাদ করেন:

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ﴿۲۰﴾

অনুবাদ: এবং মাল-দৌলতকে অত্যন্ত ভালবাসছো। (পারা: ৩০, সূরা ফজর: ২০)

এখানে আয়াতের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা সম্পদকে অনেক বেশি ভালবাসো, তা ব্যয় করতেই চাও না আর এই কারণেই এতিমদের সম্মান করো না, অসহায়দের খাবার খাওয়াও না এবং অপরকে সদকা ও খয়রাতের উৎসাহ দাও না, বরং অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো, তাদের জমিন, প্রোপার্টি, মালামাল, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ ও মালিকায় কব্জা করো, বরং এই কারণে হত্যাযজ্ঞও করো। মোটকথা ফ্যাসাদের মূল অর্থাৎ সম্পদের মোহের কারণে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো।

অপর এক জায়গায় সম্পদের কারণে উদাসীন হওয়া, সম্পদ অধরা হওয়া এবং কবর ও আখিরাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করেন:

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَؕ﴿۲﴾
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَؕ﴿۴﴾

অনুবাদ: তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো। হাঁ, হাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে; অতঃপর হাঁ, হাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে। (পারা: ৩০, তাকাসুর: ১ থেকে ৪)

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

আল্লাহ পাকের কতো দয়া, অনুগ্রহ, উদারতা এবং বান্দার চিন্তা যে, বান্দার সংশোধন ও কল্যাণ এবং সৃষ্টির উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য কিরূপ বৈচিত্র্যময় পদ্ধতিতে একই বিধানকে বর্ণনা করেছেন। এটাই সেই কুরআনি সৌন্দর্য, যার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ পাকই ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِیَذَّكَّرُوْا ؕ

অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আমি এ কুরআনের মধ্যে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তারা বুঝতে পারে। (পারা: ১৫, বনি ইসরাঈল: ৪১)

অর্থাৎ আমি এই কুরআনে উপদেশের কথা বারংবার বর্ণনা করেছি এবং বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি, যা কোথাও দলিল দ্বারা, কোথাও উদাহরণ দ্বারা, কোথাও হিকমত দ্বারা এবং

কোথাও লিখনি দ্বারা আর এই বিভিন্নভাবে বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো যে, যাতে মানুষ যে কোনভাবেই হেদায়েতের দিকে আসে এবং বুঝে। এই কুরআনের সৌন্দর্য, মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে, মানুষের সাথে যেনো তাদের জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলা হয়, কেননা অনেকে দলিল দ্বারা বিশ্বাস করে আর অনেকে ভয়ে আর কিছু উদাহরণ দ্বারা। এভাবেই অনেক সময় একজন মানুষের অবস্থাও ভিন্ন হতে থাকে, কখনও তাকে ভয় দেখিয়ে বুঝানো উপকারী হয় আর কখনও নম্রতার সহিত।

আলোচ্য বিষয়ে উল্লিখিত আয়াতের শেষে ইরশাদ করেন: {وَاللّٰهُ یَقْبِضُ وَیَبْصُۜطُ এবং আল্লাহ সংকোচন করেন ও প্রশস্ত করেন।} যেহেতু কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় যে, সম্পদ ব্যয় করার কারণে কমে যাবে, তো এই সন্দেহকে দূর করে দিলেন যে, আল্লাহ পাক যার জন্য চান, জীবিকা সংকোচন করে দেন এবং যার জন্য চান, প্রশস্ত করে দেন। সংকোচন ও প্রশস্তকরণ তো তাঁরই আয়ত্বে এবং তিনি তাঁর পথে ব্যয়কারীদের সাথে প্রশস্ততার ওয়াদা করেছেন, সুতরাং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে ভয় করো না, যাঁর পথে ব্যয় করছো, তিনি পরম দয়ালু এবং তাঁর ভান্ডার পরিপূর্ণ আর অনুগ্রহ ও ক্ষমার ভান্ডার বিতরণ করা সেই দয়ালুর শান। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহর কুদরতি হাত পরিপূর্ণ, অসীম ও অগণিত রহমত এবং নেয়ামত এমনভাবে বর্ষণকারী যে, দিনরাত (প্রদান করাতে) তাতে কোনোরূপ কমেনি আর দেখো তো যে, আসমান ও জমিনের সৃষ্টির পর থেকে এখনো পর্যন্ত আল্লাহ পাক কত ব্যয় করেছেন, কিন্তু এরপরও তাঁর কুদরতের হাতে যেই ভান্ডার রয়েছে, তাতে কোনো কমতি হয়নি। (তিরমিযী শরীফ, ৫/৩৪, হাদীস ৩০৫৬)

দোয়া: আল্লাহ পাক আমাদের মন থেকে লোভ-লালসা, কৃপণতা এবং সম্পদ ও দুনিয়ার মোহ দূর করে স্বীয় ভালবাসা প্রদান করো, আমাদের আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা ও তোমার পথে ব্যয় করার তৌফিক দান করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলোকিত নক্ষত্র

সিদ্দিকের সত্যবাদীতা

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللہُ عَنْہ মিম্বরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہ থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারকা বর্ণনা করতের এবং উচ্চস্বরে এরূপ বলতেন: আবু বকর সত্য বলেছেন। (রিয়াযুন নাদ্বারাহ, ১/২০৯) প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের সর্বপ্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہ এর সত্যবাদীতা শুধু কুরআনে পাক ও রাসূলের বাণীতে নয় বরং জিব্রাঈল ও সাহাবাদের মুখে এবং সকল সত্যান্বেষী মুসলমানের মুখে জারি হয়েছে আর اِنْ شَآءَ اللہ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে, আসুন কিছু বিশেষ ঘটনাবলী পড়ি, যাতে হযরত সিদ্দিকের সত্যবাদীতা বর্ণনা করা হয়েছে।

আসমানে নাম "সিদ্দিক": একবার মুহাজির ও আনসার সাহবায়ে কিরাম প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জীবনের শপথ! আমি কখনোই কোন মিথ্যা মাবুদকে সিজদা করিনি, একবার বাল্যকালে একটি মিথ্যা মাবুদকে পাথর মারলে তখন সে উপুড় হয়ে পরে গেলো, আমার পিতা আমার হাত ধরে আমার মায়ের নিকট নিয়ে এলো এবং তাকে সমস্ত ঘটনা বললো, মা বললো: তাকে ছেড়ে দিন। রাতে আমার নিকট কেউ ছিলো না, কোন ঘোষনাকারী বলছিলো: হে আল্লাহর বান্দী! তোমার একটি ছেলের সুসংবাদ, তার নাম আসমানে সিদ্দিক আর সে মুহাম্মদের সাথী। হযরত আবু বকর সিদ্দিক নিজের কথা শেষ করলেন তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَیْہِ السَّلَام প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তিনবার এই বাক্য বললেন: আবু বকর সত্য বলেছে। (ইরশাদুস সারী, ৮/৩৭০)

নবী বললেন "সিদ্দিক": প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মেরাজ থেকে তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন কাফেররা বায়তুল মুকাদ্দাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করলো, এমন সময় হযরত জিব্রাইল তাঁর ডানায় বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলেন, প্রিয়

নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে দেখে মক্কার কাফেরদের ইরশাদ করতে লাগলেন: বায়তুল মাকাদ্দাসের এখানে একটি দরজা রয়েছে, ঐ জায়গায় একটি দরজা রয়েছে, হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সাথে সাথেই এরূপ বলতে থাকতেন: আপনি সত্য বলেছেন, আপনি সত্য বলেছেন। সেই দিন হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! আমি তোমার নাম রাখছি সিদ্দিক।

(ইত্তিহাফুল খাইরাতিল মাহরা, ৯/৬১, হাদীস ৮৫৪৩)

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কি জাহেলিয়্যতের যুগে মদ পান করেছিলেন? তিনি বললেন: আমি আমার সম্মানের হেফাযত করতাম এবং যারা মদ পান করে তারা নিজের সম্মানকে নষ্ট করে দেয়, এই কথা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পৌঁছলে তখন তিনি ইরশাদ করেন: আবু বকর সত্য বলেছে, আবু বকর সত্য বলেছে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৩৩৩)

জিব্রাঈল বললো "সিদ্দিক": মেরাজের রাতে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: মক্কাবাসীরা আমার কথা সত্যয়ন করবে না। আরয করলেন: আপনার সত্যয়ন আবু বকর করবে, তিনি হলেন সিদ্দিক।

(সুবলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ১১/২৫৪)

বুরাক দেখেছেন সিদ্দিক! : একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: জিব্রাঈল আমার নিকট বুরাক নিয়ে এলো, একথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা দেখেছি। ইরশাদ করলেন: তা বর্ণনা করো। আরয করলেন: "بَدَنَة" অর্থাৎ উটনি বা গাভী (এর মতো)। হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! তুমি সত্য বলেছো, তুমি তা দেখেছো। (দুররে মনসুর, ৫/২২৭)

প্রাণ উৎসর্গ করেন সিদ্দিক!: যখন পারা ৫, সূরা নিসার ৬৬নং আয়াত অবতীর্ণ হলো (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি আমি তাদের উপর ফরয করতাম, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যাকরে ফেলো কিংবা আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করে বের হয়ে যাও' তবে তাদের মধ্যে কম-সংখ্যকলোকই এমন করতো।) তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলতে লাগলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদের নির্দেশ দেন যে, আমি নিজেকে হত্যা করি তবে তা অবশ্যই করতাম, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর তুমি সত্য বলেছো।

(দুররে মনসুর, ২/৫৮৭)

সত্য বলেন সিদ্দিক!: তাঁর পিতা হযরত আবু কাহাফা ৮ম হিজরীর রমযানে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহন করে তখন তিনি প্রিয় নবীর দরবারে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, (আপনার চাচা) আবু তালিবের ইসলাম গ্রহন করাতে আমি জান্নাতের সুবাশ পাচ্ছি, তা আমার নিকট আমার পিতা আবু কাহাফার ইসলাম গ্রহনের চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে, কেননা আবু তালিবের ইসলাম গ্রহনে আপনার চোখের শীতলতা ছিলো, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি সত্য বলেছো।

(মুসনাদে বাযযার, ১২/২৯৬, হাদীস ৬১৩১)

সত্য কথা বলে সিদ্দিক!: ৮ম হিজরীর শাওয়ালে হুনাইনের যুদ্ধের পর প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে কোন কাফেরকে মারলো এবং তার নিকট প্রমাণ রয়েছে, তবে সেই কাফেরের মালামাল সেই মুসলমান পাবে, হযরত আবু কাতাদা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এক কাফেরকে হত্যা করেছিলেন কিন্তু তার নিকট কোন প্রমাণ ছিলো না, প্রিয় নবীর দরবারে আরয করলে তখন এক ব্যক্তি দাঁড়ালো আর বলতে লাগলো: সেই কাফেরের মালামাল আমার নিকট রয়েছে, আপনি আবু কাতাদাকে রাজি করান (সেই সকল মালামাল আমার নিকট যেনো থাকতে দেয়) একথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলতে লাগলেন: আল্লাহর শপথ! এটা হতে পারে না যে, আল্লাহর বাঘের মধ্যে এক বাঘ এবং রাসূলের পক্ষে যুদ্ধ করবে আর সেই কাফেরের মালামাল তোমাকে দিয়ে দেয়া হবে, একথা শুনে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আবু বকর সত্য বলেছে, অতঃপর সেই লোকটিকে ইরশাদ করলেন: তুমি আবু কাতাদাকে মালামাল দিয়ে দাও, সে মালামাল আবু কাতাদাকে দিয়ে দিল।

(বুখারী, ৩/১১২, হাদীস ৪৩২১। সিরাতে ইবনে হাব্বান, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন সিদ্দিক!: একবার নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর স্বপ্ন শুনালেন: যেনো আমি একটি লোহার গম্বুজে রয়েছি আর আসমান থেকে মুধ নেমে আসলো, এক ব্যক্তি তা এক দুইবার চেটে নিলো, তো কেউ বেশি করে চেটে নিলো, কিছু লোক এমন ছিলে যারা শুধু চুমুক নিলো, রাসূলে পাকের অনুমতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণনা করলেন: লোহার গম্বুজ হলো ইসলাম, আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়া মধু হলো কুরআনে পাক, যে এক দুইবার চেটে নিয়েছিলো সে এক দুইটি সূরা শিখেছে আর চুমুক নেওয়া লোক হলো যারা একে জমা করে রেখেছে। এই ব্যাখ্যা শুনে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! তুমি সত্য বলেছো। (তাফসীরে আহলামুল কাবীর লিইবনে সীরিন, ১১৯ পৃষ্ঠা। আল ইশারাত লিইবনে শাহিন, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

কুরআন বলেছে "সিদ্দিক": ২২ জুমাদিউল উখরা ১৩ হিজরীতে হযরত আবু বকরের ওফাত হলো, হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শান বর্ণনা করেন, যাতে এই বাক্যও বলেন: আল্লাহ পাক তাঁর নাম আপন কিতাবে সিদ্দিক রেখেছেন

وَالَّذِیْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ۝۳۳

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন এবং যারা তাকে বলে মেনে নিয়েছে, তারাই ভীতিসম্পন্ন। অর্থাৎ প্রিয় নবী একত্ববাদের বার্তা নিয়ে আগমনকারী এবং হযরত আবু বকর এর সত্যয়নকারী।

(খাযায়িনুল ইরফান, ২৪ পারা, আয যুমার: ৩৩। আল আকায়িদুল ফরিদ, ৫/১৮)

শেরে খোদা বলেন "সিদ্দিক": হযরত শেরে খোদা মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একবার বললেন: যখন কোন সাহাবীয়ে রাসূল আমাকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন আমি তাঁর থেকে হলফ নিতাম (যে, এটি হুযুরে আকরামের হাদীস) যখন সে শপথ করে নিতো তখন আমি সেই সাহাবীকে সত্যয়ন করে দিতাম (যে, এটি হুযুরের হাদীস) আর নিশ্চয় হযরত আবু বকর আমাকে কোন হাদীস বর্ণনা করলে তখন আমি হযরত আবু বকর থেকে হলফ নিতাম না (আর এর সত্যয়ন করতাম ও বলতাম) যে, আবু বকর সত্য বলে থাকে।

(তিরমিযী, ১/৪১৪, হাদীস ৪০৬। শরহে ইবনে বাত্তাল, ১/১৪৫)

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

১) তাকবিরে তাহরিমায় হাত না উঠালে কি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে?

প্রশ্ন: মহিমান্বিত দ্বীন ও শরীয়তের সম্মানিত আলিম ও মুফতিয়ানে কিরাম এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, যদি তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় ভুলবশত হাত না উঠায়, তবে এর বিধান কী? এতে কি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরীয়তের সূত্র হলো, নামাজের মধ্যে ভুলবশত কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে এর জন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে, অন্যথায় নয়। সুন্নাত বা মুস্তাহাবের কোনো একটি ভুলবশত ছুটে গেলে তাতে সিজদায়ে সাহু দিতে হয় না। তাছাড়া নামাজে তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় হাত উঠানো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিংবা ওয়াজিব নয়। সুতরাং বলা বাহুল্য, ভুলবশত যদি কেউ হাত না উঠায় তবে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব কিংবা সে গুনাহগার হবে না। তবে সুন্নতে মুয়াক্কাদার বিধান হলো: ইচ্ছাকৃতভাবে যদি দু'একবার তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত না উঠায় তাহলে গুনাহগার হবে না, তবে এমনটা করা অপছন্দনীয়। কোনো অপারগতা ব্যতীত অভ্যাসে পরিণত করে নিলে তখন আবার গুনাহগার হবে।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

লিখক: মুফতি ফুজায়েল রযা আত্তারী।

২) ভুলবশত সূরা ফাতিহার স্থলে অন্য কোনো সূরা আরম্ভ করলে তখন করণীয় কী?

প্রশ্ন: মহিমান্বিত দ্বীন ও শরীয়তের সম্মানিত আলিম ও মুফতিয়ানে কিরাম এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, যদি কেউ নামাযে সূরা ফাতিহার স্থলে ভুলবশত অন্য কোনো সূরা আরম্ভ করে দেয় এবং পরবর্তীতে সূরা ফতিহার কথা স্মরনে আসে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যাক্তির করণীয় কী?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

ফরয নামাযের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাত এবং অবশিষ্ট সকল নামাযের যেকোনো রাকাতে ভুলবশত সূরা ফাতিহার স্থলে অন্য কোনো সূরা আরম্ভ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি ধরণ রয়েছে। প্রথম ধরণ: যদি কোনো রুকন আদায়ের সমপরিমাণ (অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এমন একটি আয়াত যা কমপক্ষে ছয় অক্ষর সম্বলিত) পাঠ করার পূর্বে স্মরণে চলে আসে সেক্ষেত্রে সাথে সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং সঙ্গে অন্য সূরাও যোগ করবে। এক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহুর প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয় ধরণ: যদি কোনো রুকন আদায়ের সমপরিমাণ কিংবা এর চেয়ে বেশি পাঠ করে নেয় এবং রুকূ করার পূর্বে স্মরণে আসে, তবে সুরা ফাতেহা পাঠ করে আবারো সূরা মিলাবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করবে। তৃতীয় ধরণ: যদি রুকূতে বা রুকূ থেকে দাঁড়ানোর পর কিংবা সিজদার পূর্বে স্মরণে আসে, তবে ফিরে এসে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং সূরা মিলাবে, পুনরায় রুকূ করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করবে। চতুর্থ ধরণ: আর যদি সিজদায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত স্মরণে না আসে, তবে শেষে সিজদায়ে সাহু করাই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য যে, সিজদার পূর্বে স্মরণ আসা অবস্থায় যদি কিরাত সম্পূর্ণ না করে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ও সঙ্গে অন্য কোনো সূরা না মিলায়, তবে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব বর্জণ করা বলে গণ্য হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তার জন্য নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব। আর যদি রুকূতে বা রুকূর পর স্মরণে আসে এবং দাঁড়িয়ে কিরাত সম্পন্ন করে নেয়, সেক্ষেত্রে পরের কিরাতই নামাজের প্রথম অংশ বলে গণ্য হবে। কাজেই প্রথম রুকু বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় রুকু ছেড়ে দিলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাছাড়া যেখানে সিজদায়ে সাহুর বিধান রয়েছে সেখানে সিজদায়ে সাহু না করলে পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব হবে।

وَاللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَمُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

উত্তরদাতা:

মাওলানা মুহাম্মদ সারফারায আখতার আত্তারী।

সত্যায়নকারী: মুফতি ফুজায়েল রযা আত্তারী।

৩) শিশুর মৃত্যুর পরও কি তার আকিকা করা যাবে?

প্রশ্ন: এ ব্যাপারে শরীয়তের সম্মানিত আলিম ও মুফতিয়ানে কিরাম কী বলবেন যে, শিশুর মৃত্যুর পরও কি তার আকিকা করা যাবে?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَةَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

সন্তান লাভের কারণে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়স্বরূপ আকিকা করা হয়। যেহেতু সন্তানের ইন্তিকালের মাধ্যমে এ নেয়ামত শেষ হয়ে যায় এবং নেয়ামত শেষ হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ থাকে না, সেহেতু সন্তানের মৃত্যুর পর আর আকিকা হতে পারে না। وَاللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَمُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফতোয়া প্রদানকারী:

মুফতি ফুজায়েল রযা আত্তারী

৪) মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করার মান্নত পূরণ করা কি আবশ্যক?

প্রশ্ন: শরীয়তের সম্মানিত আলিম ও মুফতিয়ানে কিরাম এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, কয়েক বছর আগে আমার এক বন্ধু আমার থেকে বেশ কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিল। অনেকবার চেষ্টা করার পরও ঋণের সেই টাকা আমি আদায় করতে পারিনি। কাজেই আমি মান্নত করেছিলাম, যদি আমি এই ঋণের টাকা আদায় করতে পারি তবে আমাদের এলাকার নির্মাণাধীন মসজিদে দশ হাজার টাকা দিব। দেখা গেল, কিছুদিন পরই আমার সেই বন্ধ আমার সেই ঋণের টাকাকে আমাকে পরিশোধ করে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো: শরয়ীভাবে কি এই মান্নত পূরণ করা আমার জন্য আবশ্যক?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

অবশ্য পূরণীয় মান্নতের শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত হলো, যে জিনিসের মান্নত করা হচ্ছে তা যেন ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয় এবং এর প্রকারের মধ্য হতে কোনো একটি ফরজ বা ওয়াজিব হয়। উল্লিখিত বক্তব্যে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আপনার নির্মাণাধীন মসজিদে টাকা প্রদানের মান্নত কোনো ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল না। আর এই মান্নতের প্রকারের মধ্যে কোনো কাজ ফরজ বা ওয়াজিবও নেই। বরং এটি একটি মুস্তাহাব কাজ। অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনার এলাকায় নির্মাণাধীন মসজিদে টাকা দেয়া শরয়ীভাবে আবশ্যক নয়। তবে দিয়ে দেয়া উত্তম। কেননা, মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত বড় মাপের একটি সাওয়াবের কাজ।

وَاللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَمُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

উত্তরদাতা:

মাওলানা মুহাম্মদ সারফারায আখতার আত্তারী।

সত্যায়নকারী: মুফতি ফুজায়েল রযা আত্তারী।

৫) কারো সালাম পৌঁছানো কখন আবশ্যক?

প্রশ্ন: এ মাসআলা সম্পর্কে শরীয়তের সম্মানিত আলিম ও মুফতিয়ানে কিরাম কী বলবেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে বলেন, 'অমুককে আমার সালাম দিও' তবে কি এই সালাম পৌঁছানো তার জন্য আবশ্যক?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে বলে, 'অমুককে আমার সালাম দিও', সেক্ষেত্রে তার উপর এই সালাম পৌঁছানো তখনই আবশ্যক হবে, যখন সে সালাম পৌঁছানোর ব্যাপারে অঙ্গীকার করবে। অর্থাৎ জবাবে বললো, ঠিক আছে আপনার সালাম আমি পৌঁছে দিব। আর যদি সালাম পৌঁছানোর ব্যাপারে অঙ্গীকার না করে, সেক্ষেত্রে আবশ্যক হবে না।

وَاللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَمُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফতোয়া প্রদানকারী:

মুফতি ফুজায়েল রযা আত্তারী

ব্যবসার বিধান

মুফতি আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(১) বিয়েতে বিক্রির জন্য কেনা প্লটও ব্যবসায়িক সম্পত্তি

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে কী বলেন যে, একজন ব্যক্তি এই নিয়্যতে কিছু প্লট ক্রয় করেছে, সন্তান বড় হলে সে প্লট বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবে, এসব প্লটের কি যাকাত দিতে হবে? আর যদি যাকাত দিতে হয়, তাহলে যাকাতের পরিমাণ কতটুকু হবে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: জিজ্ঞাসিত অবস্থায় সন্তানদের বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে বিক্রির নিয়্যতে কেনা প্লট গুলোও ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে কারণ সেগুলো বিক্রির নিয়্যতে কেনা হয়েছিল। অতএব, নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিকের ক্ষেত্রে নিসাবের উপর বছর পূর্ণ হওয়ার দিনে, যাকাতের অন্যান্য সম্পদের সাথে এসব প্লটের বাজার মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ আড়াই শতাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। "দুররে মুখতার" গ্রন্থে রয়েছে,

(وما اشتراه لها) ای للتجارة (كان لها) لمقارنة النية لعقد التجارة

অর্থাৎ, যে জিনিসটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তা ব্যবসায়িক চুক্তির উদ্দেশ্যের সাথে মিল থাকার কারণে ব্যবসায়িক পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। (দুররুল মুখতার, ৩/২৭২)

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) দর্জির রীতি হিসেবে স্যুট বানিয়ে দেয়া

ওলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে কী বলেন যে, সাধারণ ভাবে দর্জি কেবল সেলাইয়ের কাজ করে এবং তার পারিশ্রমিক নেয়। আবার কিছু দর্জিরা তাদের দোকানে সেলাইয়ের পাশাপাশি কাপড়ও রাখেন, দর্জিরা গ্রাহকদের কাপড় দেখান, যেই গ্রাহকের কাপড় পছন্দ হয় এবং সে তার থেকে সেলাইও করে নিতে চায়। এক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়ার জন্য, দর্জিরা একটি বিকল্প অপশন দেয়, আপনি থান থেকে কাপড় কাটবেন না। তবে

একই ফ্যাব্রিক থেকে একটি স্যুট তৈরি করতে আমাদের অর্ডার করুন, আমরা আপনার পছন্দ মতো তৈরি করে দেবো। জামা-কাপড় সহ সম্পূর্ণ জোড়ার দাম হবে এটা। দর্জি এবং গ্রাহকের মধ্যে এই চুক্তিটি কি শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ হবে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: সাধারণত গ্রাহক নিজেই দর্জিকে সেলাইয়ের জন্য কাপড় এনে দেয় এবং দর্জি সেলাই করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক বা মজুরি পায়। হ্যাঁ, প্রশ্নে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী যদি কেউ চুক্তি করতে চায়, তাহলে এই চুক্তিটি বায়ে ইসতিসনা হিসেবে বৈধ হতে পারে। কেননা, বায়ে ইসতিসনাতে পণ্য তৈরির দায়িত্ব এবং পণ্যে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের দায়িত্ব প্রস্তুতকারকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব, জোড়া হওয়ার ক্ষেত্রে ফ্যাব্রিকটি কেমন হবে, সেলাই কেমন হবে, ডিজাইন কীভাবে তৈরি করা হবে এবং অন্যান্য বিষয়াবলী যা উভয় পক্ষের জন্য দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে, তার সবকিছু ও সম্পূর্ণ জোড়ার দাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলে, তাবে বিক্রয় চুক্তিটি বায়ে ইসতিসনা হিসেবে বৈধ হবে।

"দুররুল হিকাম শরহে মুজাল্লাতুল আহকাম" গ্রন্থে এসেছে,

أن يكون العمل والعين من الصانع وإلا فإذا كانت العين من المستصنع فهو عقد إجارة مثال: إذا قاول شخص خياطا على صنع جبة. وقماشها وكل لوازمها من الخياط فيكون قد استصنعه تلك الجبة وذلك هو الذي يدعى بالاستصناع۔ أما لو كان القماش من المستصنع وقاوله على صنعها فقط فيكون قد استأجره والعقد حينئذ عقد إجارة لا عقد استصناع

অর্থাৎ, যদি কাজ ও পণ্য গুলো প্রস্তুতকারকের পক্ষ থেকে হয়, এটা আকদে ইসতিসনা হবে। অথবা যদি এটা গ্রাহকের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তা হবে আকদে ইজারা। উদাহরণ: একজন ব্যক্তি দর্জির সাথে একটি জুব্বা সেলাইয়ের জন্য চুক্তি করে যেখানে কাপড় এবং সমস্ত জিনিসপত্র দর্জির কাছ থেকে হবে, তাহলে এটি সেই জুব্বার উপর ইসতিসনা। তবে যদি কাপড়টি গ্রাহকের পক্ষ থেকে হয় এবং চুক্তিটি শুধুমাত্র সেলাইয়ের জন্য হয় তবে তা ইজারাহ হবে, ইসতিসনা নয়।

(দুররুল হিকাম শরহে মুজাল্লাতুল আহকাম, ১/১১৫)

(৩) কিস্তিতে প্লট কেনার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত?

প্রশ্ন: কিস্তিতে প্লট ক্রয় করা যাবে কিনা এ বিষয়ে আলেমগণ কি বলেন? আর দেরীতে কিস্তির জন্য জরিমানার শর্তারোপ করা যেতে পারে কি?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: কিস্তিতে প্লট বেচাকেনা করা জায়েয আছে যতক্ষণ না প্লটের নির্দিষ্ট মূল্য ও মূল্য পরিশোধের সময়কাল উল্লেখ থাকে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো নিয়ম-কানুন লঙ্ঘিত হয় না যা চুক্তিটিকে অবৈধ করে দেয়। এটি তো পরিষ্কার বিষয় যে, ঐ প্লট ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয যা বিদ্যমান এবং এমন অবস্থায় যেখানে ক্রেতাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে হবে যে এটা আপনার প্লট, কেবল ফাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না।

সাধারণত, কিস্তির প্লট বিক্রেতারা একটি চার্ট আকারে প্লটের মূল্য এবং এর অর্থপ্রদানের

সময়সূচী নির্ধারণ করে থাকে যেখানে ডাউন পেমেন্ট এবং মাসিক কিস্তি ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি একটি উত্তম পদ্ধতি যে, এতে মূল্য এবং এর পরিশোধের সময়কাল সম্পর্কে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না।

হ্যাঁ, যদি প্লটের মূল্য এবং এর পরিশোধের সময়কাল উল্লেখ না করে মূল্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্যাকেজ উল্লেখ করা হয় এবং কোনো প্যাকেজ চূড়ান্ত না করেই চুক্তি করা হয়, তাহলে এ ধরনের চুক্তি করা জায়েয হবে না। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি এক বছরে পুরো কিস্তি দেন তবে এতো খরচ হবে, আপনি যদি দুই বছরে পুরো কিস্তি দেন তবে এতো খরচ হবে, আপনি যদি তিন বছরে পুরো কিস্তি দেন তবে এতো খরচ হবে ইত্যাদি। আপনি যদি দেরী করেন, তবে আপনাকে বিলম্বিত প্যাকেজ অনুযায়ী মূল্য দিতে হবে। এভাবে লেনদেন বা চুক্তি করা জায়েয নয়। কেননা, এই ধরনের চুক্তিতে না প্লটের মূল্য নির্ধারিত থাকে, না মূল্য পরিশোধের সময়কাল উল্লেখ থাকে, অথচ চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য প্লটের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের সময়সীমা উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

এই চুক্তিটি শরীয়া মোতাবেক বৈধ হওয়ার জন্য এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, চুক্তিতে কিস্তির অর্থ বিলম্বে প্রদানের জন্য আর্থিক জরিমানা অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ কিস্তির অর্থ বিলম্বে প্রদানের জন্য আর্থিক জরিমানা ধার্য্য করা হলো সুদ, যা স্পষ্ট হারাম।

সুতরাং স্পষ্ট হলো যে, প্লটের মূল্য বা তার পরিশোধের সময়কাল উল্লেখ না করে বা আর্থিক জরিমানার শর্তসহ চুক্তি ফাইনাল করা নাজায়িয এবং গুনাহের কাজ যা অবশ্যই বাতিল করে নবায়ন করতে হবে।

وَاللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

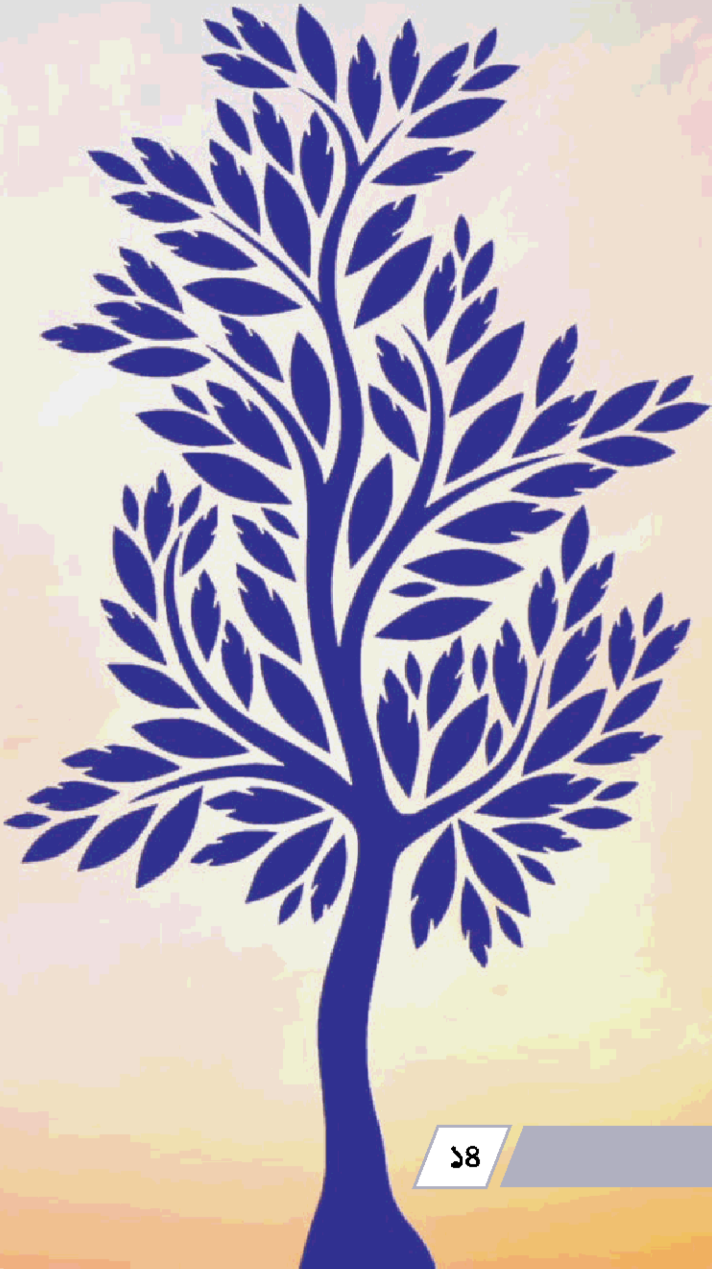

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

(১) অপবিত্র জায়গা ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে গেলে কি তা পবিত্র হয়ে যাবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, ছোট শিশু ঘরের ভেতরে প্রস্রাব করলো, তো ঘরের ভেতর সূর্যের আলো তো পৌঁছায় না যে, এতে প্রস্রাব শুকিয়ে যাবে, তবে ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে গেলে, এতেও কি যমিন পাক হয়ে যাবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: অপবিত্র জায়গা যদি শুকিয়ে যায় আর তা থেকে অপবিত্রতার চিহ্ন অর্থাৎ রঙ ও গন্ধ অবশিষ্ট নেই, তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে। আর তা রোদের মাধ্যেই শুকানো আবশ্যক নয়, বরং রোদ ব্যতিত আগুন কিংবা বাতাসের মাধ্যমেও যদি শুকিয়ে যায় তবুও পবিত্র হয়ে যাবে। অতএব জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যদি প্রস্রাবের জায়গাটি ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে যায় এবং এতে অপবিত্রতার চিহ্নও অবশিষ্ট না থাকে, তবে তা পবিত্র হয়ে গেলো। মনে রাখবেন জায়গা পবিত্র হওয়ার এই হুকুম তায়াম্মুম ব্যতীত অন্যান্য মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ এই মাটি দিয়ে তায়াম্মুম হবে না।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উত্তরদাতা:

মাওলানা মুহাম্মদ সরফরাজ আখতার আত্তারী।

সত্যায়নকারী:

মুফতি মুহাম্মদ ফুজায়েল রযা আত্তারী।

(২) স্বামী-স্ত্রী পৃথক হওয়ার পর উপঢৌকন কার হবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে কী বলেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো, তো উপঢৌকনের শরয়ী হুকুম কী হবে? অর্থাৎ মহিলা যে মালামাল নিজের ঘর থেকে নিয়ে এসেছে এবং যা তাকে ছেলের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, যেমন; অলংকার, মালামাল ইত্যাদি, তা কার হবে?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡجَوَابُ بِعَوۡنِ الۡمَلِکِ الۡوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الۡحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: উপঢৌকনের মালিক মহিলাই, সেই নিবে, কেননা পিতামাতা উপঢৌকন নিজের মেয়েকেই মালিক বানিয়ে দিয়ে থাকে।

স্বামী বা তার পরিবার থেকে পাওয়া আসবাব ও অলংকার ইত্যাদি তিন প্রকারের হয়ে থাকে:

(১) স্বামী বা তার পরিবারের লোকেরা স্পষ্টভাবে স্ত্রীকে আসবাবপত্র এবং অলংকার দেয়ার সময় মালিক বানিয়ে তাকে হস্তান্তর করেছিলো।

(২) স্বামী বা তার পরিবার আসবাবপত্র এবং অলংকার সাময়িক সময়ের জন্য দিয়েছিলো।

(৩) স্বামী বা তার পরিবার দেয়ার সময় কিছুই বলেনি।

প্রথম অবস্থায় মহিলাকে আসবাবপত্র ও অলংকার হেবা অর্থাৎ উপহার হিসেবে দেয়ার কারণে মালিক হবে, তাকেই সব কিছু দিতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় যে দিয়েছিলো সেই মালিক, তা সে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর তৃতীয় অবস্থায় স্বামীর পারিবারিক রীতি দেখা হবে, যদি তারা স্ত্রীকে এসবের মালিক বানিয়ে থাকে, তবে মহিলাকেই দিয়ে দিবে, অন্যথায় সে হকদার নয়, তার থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

وَاللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوۡلُہٗ اَعۡلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফতোয়াটি প্রদান করেছেন:

মুফতি মুহাম্মদ ফুজায়েল রযা আত্তারী।

শাবান মাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

তারিখ	নাম/ঘটনা	আরো জানার জন্য অধ্যয়ন করুন
১শাবান, ১৩৮২ হিজরী	মুহাদ্দিসে আজম পাকিস্তান, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতী رحمۃ اللہ علیہ'র ওফাত দিবস।	মাসিক ফয়যানে মদীনা, শাবান সংখ্যা, ১৪৩৮ হিজরী এবং ফয়যানে মুহাদ্দিসে আজম পাকিস্তান"
২ শাবান, ১৫০ হিজরী	কোটি হানাফীদের মহান পেশওয়া, তাবেয়ী, বুযুর্গ, হযরত ইমামে আজম আবু হানীফা নোমান বিন সাবিত رحمۃ اللہ علیہ'র ওফাত দিবস।	মাসিক ফয়যানে মদীনা, শাবান সংখ্যা ১৪৩৮-১৪৪২ হিজরী এবং"অশ্রুর বারিধারা"
৫ই শাবান, ৪র্থ হিজরী	রাসূল صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم'র নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رضی اللہ عنہ'র বেলাদত দিবস।	মাসিক ফয়যানে মদীনা,মুহাররম সংখ্যা, ১৪৩৯ থেকে ১৪৪৩ হিজরী এবং "ইমাম হোসাইনের কারামত"
১৫ শাবান, ২৬১ হিজরী	সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী رضی اللہ عنہ'র ওফাত দিবস।	মাসিক ফয়যানে মদীনা, মুহাররম সংখ্যা, ১৪৩৮ হিজরী।
২১ শাবান ৬৭৩ হিজরী	লা'ল শাহবায কলন্দর হযরত মুহাম্মদ উসমান মারওয়ান্দি কাদেরী رضی اللہ عنہ'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা, শাবান সংখ্যা, ১৪৩৮ হিজরী এবং ফয়যানে উসমান মারওয়ান্দি
শাবান, ৯ম হিজরী	শাহজাদিয়ে রাসুল صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم, উসমান গণি رضی اللہ عنہ'র স্ত্রী, হযরত উম্মে কুলসুম رضی اللہ عنہا'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা পত্রিকা, শাবান, রমযানুল মোবারক সংখ্যা, ১৪৩৮ হিজরী এবং রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৪৩৯ হিজরী
শাবান, ৪৫ হিজরী	উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা رضی اللہ عنہا'র ওফাত দিবস	মাসিক ফয়যানে মদীনা, শাবান সংখ্যা, ১৪৩৮ হিজরী এবং ফয়যানে উম্মাহাতুল মুমিনীন"

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِیْن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"**'র সংখ্যাগুলো দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net ও মোবাইল অ্যাপলিকেশনে বিদ্যমান রয়েছে।

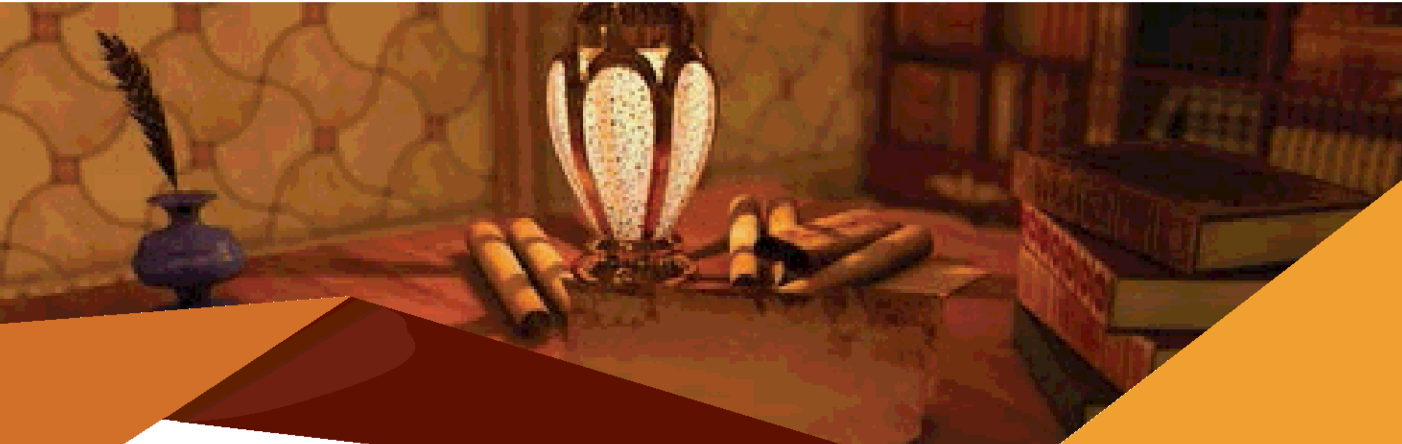

ইসলামী ব্যবস্থাপনা

ইসলাম ও ইসলাম শিক্ষা (পর্ব ২)

মাওলানা আব্দুল আযিয আত্তারী মাদানী

(৩) শিক্ষার সম্প্রসারণ

শিক্ষার সম্প্রসারণ: জ্ঞানের প্রদীপ ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলন করার জন্য অপরিহার্য হলো, কারো কোনো বিষয় জানা থাকলে তা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা। বরং তার উপর কর্তব্য হলো, তা অপরের নিকট পৌঁছে দেয়া। যেমন: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র আয়াত হলেও তা (মানুষের নিকট) পৌঁছে দাও। (বুখারী, ২/৪৬২, হাদীস: ৩৪৬১) তোমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছ, তারা এই বাণী অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দিও!

(বুখারী, ৩/১৪১, হাদীস: ৪৪০৬)

(৪) জ্ঞানার্জনের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা

জ্ঞানার্জনের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা: ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য জ্ঞানের নির্দিষ্ট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। যেটিকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো আরও সুচারুভাবে আঞ্জাম দেয়া যাবে এবং জ্ঞান পিপাসু মানুষগুলো জ্ঞানার্জনের একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম-এ নিয়ে আসা যাবে। পৃথিবীতে প্রায় ৮০০ কোটি মানুষ বসবাস করে। সুতরাং তাদের সবাইকে জ্ঞানের কোনো একটি মশাল দিয়ে আলো বিতরণ করা সম্ভব নয়। কাজেই কোনো একটি প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ করে এর অসংখ্য শাখা-উপশাখা তৈরি করা প্রয়োজন। যাতে করে প্রত্যেকেই নিজের নিকটস্থ শাখায় উপস্থিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সেই জ্ঞানের আলোই আলোকিত হতে পারে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জ্ঞানের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। যার ভিত্তিতে পরবর্তিতে আরও অসংখ্য শাখা-উপশাখা তৈরি হয়।

প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র দারে আরকাম: হযরত সায়্যিদুনা আরকাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর ঘর সাফা পাহাড়ের খুবই সন্নিকটে ছিল। ইসলামের

প্রাথমিক যুগে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই বাড়িতেই থাকতেন এবং লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

(মুজামুল কাবীর, ১/৩০৬, হাদিস: ৯০৮)

হিজরতের পর স্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র: মদীনায় হিজরতের পর প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে নববীতে স্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুবাল্লিগদের একটি সুপ্রশিক্ষিত দল প্রস্তুত হয়। আর দেখতে দেখতে আসহাবে সুফফা নামে একটি দল প্রস্তুতও হয়ে যায়। আর সেই দলটি এতটাই সুপ্রশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ছিল যে, তাঁদেরকে তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে কুরাআ বলে অভিহিত করা হতো।

(মুসলিম, ৮১২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৪৯১৭)

বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠা: ইসলাম শিক্ষাকে সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার তাগিদে আরও বিভিন্ন শাখা-উপশাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

আবাসিক বাসস্থান: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বদর যুদ্ধের পর হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে দারুল কুরায় অবস্থান করেন। (আল ইসতিয়াব, ৩/১১৯)

জামে মসজিদ বসরা: হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বসরার মসজিদকে ইসলাম শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করেন এবং নিজের সময়ের একটি বড় অংশ শরয়ী নীতিমালা শিখানোর জন্য উৎসর্গ করে দেন। এমনকি যাবতীয় সকল কাজে তিনি ইসলামী নীতিগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতেন, যেন মানুষের জন্য ইসলাম বুঝতে সহজ হয়। যেমন: লোকদের তাঁর কুরআন শিখানোর বিষয়টি 'সিয়ারু আলামিন নুবালায়' এভাবে এসেছে যে, নামাজ থেকে যখন তিনি সালাম ফিরাতেন, তখন মানুষের দিকে মুখ করে বসতনে। মসজিদে আগত উপস্থিত মুসল্লিদের বিভিন্ন মাসআলা ও কুরআনে পাকের তেলাওয়াত শিক্ষা দিতেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৫০)

জামে মসজিদ দামেস্ক: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ জামে মসজিদ দামেস্কে অনেক বড় ইলমি মজলিশে পাঠদান দিতেন, যাতে প্রায় ১৬০০ লোক অংশগ্রহণ করতেন।

(গাইয়্যাতুন নাহিয়া ফি তাবাকাতুল কুরা, ১/৫৩৫)

বিভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ: যখন কোনো ব্যক্তি হিজরত করে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে সোপর্দ করে দিতেন তখন হুজুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে কুরআন মজিদ শিখানোর জন্য সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কাউকে আদেশ দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৮/৪১৫, হাদীস: ২২৮৩০) হযরত উবাদা বিন সামেত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ মসজিদে নববী সংলগ্ন আঙ্গিনায় সম্মানিত আহলে সুফফাদের কুরআনে পাক শিখাতেন। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ১১/৩০, হাদীস: ২১২৩৭) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে মক্কায় পাঠানো হয়, যাতে তিনি মক্কাবাসীদের কুরআনে পাক শিখান এবং মুখস্থ করান।

(আত তাবায়ান ফী উলূমুল কুরআন, ৫১ পৃষ্ঠা)

সেরা শিক্ষক নির্বাচন: হযরত ইবনে সু'লাবাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে আরজ করি: আমাকে কোন ভালো শিক্ষকের নিকট সমর্পণ করুন! তখন তিনি

আমাকে হযরত আবু উবাইদাহ বিন জারাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর নিকট সমর্পণ করেন এবং ইরশাদ করেন: আমি তোমাকে এমন ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করেছি, যে তোমাকে সর্বোত্তম শিক্ষা দিবে এবং আদব শিখাবে। (মুজামুল কাবীর, ১/১৫৭, হাদীস: ৩৬৮)

শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করা: হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সেনা-প্রধানের নিকট চিঠি লেখেন যে, কুরআন মজিদের ক্বারী সাহেবদের আমার নিকট পাঠাও, যাতে আমি তাদের সম্মান ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারি এবং তাদের বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি কুরআনে পাকের শিক্ষাকে আরও প্রসার করার জন্য তাদের বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করতে পারি। (কুনযুল উম্মাল, ১/১২৪, হাদিস: ৪০১৬)

একজন ব্যক্তির বিভিন্ন দায়িত্ব: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে ইয়েমেনের আলজুন্দ শহরের বিচারক নিযুক্ত করেন এই মর্মে, যাতে তিনি লোকদের কুরআন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা প্রদান করেন এবং তাদের মামলার ফয়সালা করার পাশাপাশি ইয়েমেনে নিযুক্ত সদকা সংগ্রহকারী কর্মচারীদের থেকে সদকা উসূল করেন। (আল-ইসতিয়াব, ৩/৪৬০)

পাঠ্যক্রম নির্বাচন: শিক্ষাকে সর্বোত্তম করার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম নির্বাচন করা আবশ্যক। এর জন্য সেই সব বিষয়কে আগে গুরুত্ব দিতে হবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সর্বজন সকলে উপকৃত হবে।

পাঠ্যক্রম: হযরত আমর ইবনে হাযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাজরানবাসীদের নিকট পাঠান, যাতে তিনি সেখানকার মানুষদের ইসলামের বিধি-বিধান, কুরআন মজিদ শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের থেকে সদকা আদায় করেন। ফরজ, সুন্নাত, সত্যবাদীতা ও রক্তপাতের বিধানাবলী সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি চিঠিও প্রদান করেন। (আল-ইসতিয়াব, ৩/২৫৭) ইসলাম ও ইসলাম শিক্ষার আটটি অংশ রয়েছে: (১) ইসলাম (২) নামাজ (৩) যাকাত (৪) রমজানের রোজা (৫) আল্লাহর ঘরের হজ্ব (৬) জিহাদ (৭) নেক কাজের আদেশ আদেশ দেয়া ও (৮) মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা।

(শা'ব আল-আইমান, ৬/৯৪, হাদীস: ৭৫৮৫)

জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করা : শিক্ষাকে সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করা ইসলামের অপরিহার্য একটি অংশ। কোথাও শিক্ষার অভাব বা ঘাটতি থাকলে তা নিরুপণ করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ত্রুটিসমূহ নিরসনে প্রয়োজনে এলাকাবাসীদের নিয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন করতে হবে। যাতে করে যেকোনো উপায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে।

এলাকা পরিভ্রমণ: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসআব ইবনে উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -কে আকাবাবাসীর সাথে পাঠান, যাতে তিনি সেখানকার লোকদের কুরআনে মজিদ ও ইসলামের বিধি-বিধান শিখান।

(সিরাতুন নবাবিয়া ইবনে হিশাম, ১৭২ পৃষ্ঠা)

এরপর আগামী সংখ্যায়...

পিতামাতার প্রতি

সন্তানদের সাহসী করে তুলুন

ডাক্তার জহুর আহমেদ দানিশ

আমার সন্তানদের আমি অনেক ভালোবাসি, নিঃসন্দেহে আপনাদেরও আপনাদের সন্তানদের ব্যাপারে এই আবেগটাই হবে যে, আমাদেরও আমদের সন্তান খুবই প্রিয়। এটা কোন অদ্ভুত বিষয় নয় বরং আমাদের প্রকৃতিতেই এই আবেগ রাখা হয়েছে। আমরা আমাদের সন্তানদের ভালোবাসার দাবীও করি, নিজের আচরণ দ্বারা এবং আপন পদ্ধতিতে এই ভালোবাসার প্রকাশও করি কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, সন্তানের ঠান্ডা ও গরম বাতাস যেনো না লাগে এই আবেগ পোষণকারী পিতামাতারা কখনো কি তাদের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনস্তাত্বিক ব্যাপারে ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন? তখন আমাদের উত্তর হবে হতাশাজনক।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবুন তো! মৃত্যু তো আসবেই। আমরা পিতামাতারা দুনিয়া থেকে চলে যাবো তখন কি আমাদের সন্তানরা মানুষের দয়া ও অনুগ্রহের উপর থাকবে? তারা সারা জীবন কি ভয় ও আতঙ্কে কাটাবে নাকি এটা ভালো হবে যে, তাদের মাঝে এমন ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলি যে, আমরা তাদেরকে বাহাদুর, বীর ও দুঃসাহসী বানিয়ে দিই, সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে।

একজন শিশুর মাঝে বীরত্বের গুণ তৈরি করার জন্য তার আত্মবিশ্বাসকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার দক্ষতা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতাও জড়িত। সন্তানের মাঝে সাহসীকতা বৃদ্ধি করতে আমরা মনস্থাত্বিক ও ডাক্তারী পরামর্শ এবং পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে ১২টি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

(১) নিঃশর্ত ভালোবাসা ওসাহায্য প্রদান করুন:

নিজের সন্তানকে অনুভূতি প্রদান করুন যে, আপনি তাকে ভালোবাসেন এবং সত্য বিষয়ে তাকে সমর্থন করেন, যাই কিছু হোক না কেন, এই পদ্ধতিটি একটি নিরাপদ ভিত্তি তৈরি করে দেয়, যেখান থেকে সে বিশ্বস্ততার সাথে দুনিয়ায় পা রাখতে পারে। তার মনে হয় যে, আমার পেছনে একটি শক্তিশালী শক্তি রয়েছে।

(২) দুঃসাহসিক কাজে উৎসাহ দিন:

নিজের সন্তানদের মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার জন্য তার বয়স অনুযায়ী তাকে দুঃসাহসিক কাজ করার উপযোগী করে তুলুন এবং তাকে কঠিন কাজ দিন।

(৩) সমস্যা সমাধান করার কৌশল শেখান:

চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করে এবং সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে সমস্যা সমাধানের কৌশল নিজের সন্তানদের মাঝে সৃষ্টি করুন। ইতিবাচক সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার শিক্ষা দিন, তাদেরকে ব্যর্থতা ও ভুল থেকে শিক্ষা অর্জন করা শেখান, আর এই বিষয়ের উপর জোর দিন যে, ব্যর্থতা হলো শিক্ষার কাজের একটি অংশ।

(৪) নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তার সাথে শেয়ার করুন

সন্তানদের বলুন যে, কিভাবে নিজের জীবনে বীরত্ব প্রদর্শন করে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবে। ভয়কে জয় করার বা ঝুঁকি নেয়ার নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলুন।

(৫) চেষ্টারও প্রশংসা করুন:

নিজের সন্তানকে উৎসাহিত করুন যে, সে যেনো নিজের পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা করে এবং তার চেষ্টার প্রশংসা করুন, ফলাফল যাই হোক না কেন কিন্তু আপনি তার চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

(৬) মানসিক নিয়ন্ত্রণ শেখান:

নিজের সন্তানদের তাদের আবেগকে কার্যকর পদ্ধতিতে বুঝার এবং তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করুন। তাদেরকে টেকনিক শেখান, যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস নেয়া, মাইন্ড ফ্রেশ, ভয় বা উদ্বেগের মোকাবেলা করার জন্য ব্যায়াম বা মানসিক স্বস্তি পাওয়ার পদ্ধতি শেখান।

(৭) সন্তানদের অভিজ্ঞতা জানান:

নিজের সন্তানদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানান। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উদাহরণের মাধ্যেমে তাকে আরো সম্ভাব্য ধরন ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পদ্ধতি জানান।

(৮) বীরত্বের কিতাবাদী পড়ান:

সন্তানদের এমন কিতাব পড়ান যা বীরত্ব, চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা এবং ভয়কে জয় করার প্রতি জোর দেয়। সাহস বৃদ্ধির জন্য আপনার সন্তানের সাথে গল্প ও চরিত্রর পরিবর্তন করুন।

(৯) সন্তানের সাফল্যে খুশি উদযাপন করুন:

নিজের সন্তানের সফলতায় জায়িয পদ্ধতিতে আনন্দ উদযাপন করুন, তা যতই ছোট হোক না কেন, নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহের জন্য তাদের অগ্রগতি ও চেষ্টাকে স্বীকার করুন।

(১০) স্বাধীনতায় উৎসাহ প্রদান করুন:

নিজের সন্তানকে বয়স অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়িত্ব নিতে দিন। এতে আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি তৈরি করতে সহায়তা করে।

(১১) শারীরিক কার্যকলাপ প্রচার করুন

নিজের সন্তানকে শারীরিক কার্যকলাপ এবং খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দিন। শারীরিক চ্যালেঞ্জ, মানসিক ভাবে নমনীয়তা ও সাহসীকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

(১২) ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখুন:

একটি ইতিবাচক এবং সহায়ক পরিবারিক পরিবেশ তৈরি করুন, যেখানে আপনার সন্তান নিজেকে ব্রড মাইন্ডেট মনে করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

কিছু নেকী অর্জন করে নাও

(চতুর্থ ও শেষ পর্ব)

জান্নাত ওয়াজিবকারী নেকীসমূহ

মাওলানা মুহাম্মদ নেওয়াজ আত্তারী মাদানী

হে আশিকানে রাসূল! জান্নাত ওয়াজিব করানোর কিছু নেকী সম্পর্কে গত পর্বগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে, আরো কিছু নেকীর ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী পড়ুন।

(১) যে ব্যক্তি একদিনে বিশজন মুসলমানকে সালাম করবে, একত্রে বিশজনকে সালাম করুক কিংবা একজন একজন করে বিশজনকে করুক, অতঃপর সেই দিন তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি রাতে সালাম করে এবং রাতেই তার ইন্তিকাল হয়ে যায় তবুও অনুরূপ (সুসংবাদ) রয়েছে।

(মু'জামুল কাবির, ১৩/৩২১, হাদীস: ১৪১১৭)

(২) যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলো তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো। (মুসনাদে শিহাব, ১/২৮৮, হাদীস: ৪৭২)

(৩) যে মসজিদে আকসা থেকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধবে (এমনভাবে যে, প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসের যিয়ারত করলো, অতঃপর সেখান থেকে হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হয়ে হজ্জ বা ওমরা করলো) তবে তার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় বা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আবু দাউদ, ২/২০১, হাদীস: ১৭৪১) এই সন্দেহটি বর্ণনাকারীর যে, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাকি জান্নাত প্রদানের। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যতদূর থেকে ইহরাম বাঁধবে ততো বেশি সাওয়াবের অধিকারী হবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৯৯)

(৪) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইরশাদ করেন: আমি তোমাদের সম্মুখে 'সূরা যুমার' এর শেষ আয়াত পাঠ করছি, তোমাদের মধ্যে যে কাঁদবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের সামনে 'وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ' থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন, সাহাবায়ে কিরামের অভিব্যক্তি হলো যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই তো কেঁদেছে, কিন্তু কয়েকজনের কান্না আসেনি। কাজেই যাঁদের কান্না আসেনি তাঁরা আরয করলো: আমরা কাঁদার চেষ্টা করেছি কিন্তু কান্না আসেনি। তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি এই আয়াত তোমাদের সামনে পুনরায় পাঠ করছি,

যাদের কান্না আসবে না, তারা কান্নার আকৃতি বানিয়ে নাও। (মু'জামুল কবীর, ২/৩৪৮, হাদীস: ২৪৫৯)

(৫) যে ব্যক্তি রাত বা দিনে সূরা হাশরের শেষ (তিন) আয়াত পাঠ করলো এবং সেই দিন বা রাতে তার ইন্তিকাল করলো, তবে সে জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিলো।

(শু'আবুল ঈমান, ২/৪৯২, হাদীস: ২৫০১)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাত লাভের আশায় জান্নাত ওয়াজিব করানোর নেকীসমূহের উপর আমল করুন কিন্তু পাশাপাশি এই বিষয়টিও অবশ্যই মনে রাখবেন যে, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: নেক আমল জান্নাত লাভের মাধ্যমগুলোর মধ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, বড় বড় নেককার লোকেরাও পিছলে যায়। (মিরআতুল মানাজিহ, ৩/৩৮৫)

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব করুক এবং বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

gv`vbx ghvKviv

ফেব্রুয়ারি মাসের

(১) ১৫ই শা'বানুল মুয়াযযমের ৬ রাকাত নফল নামাজ ঘরে পড়া কেমন?

প্রশ্ন: ১৫ই শা'বানের ৬ রাকাত নফল নামাজ কি ঘরে পড়া যাবে?

উত্তর: জ্বী হ্যা। শা'বানুল মুয়াযযমের ফযিলত ও ১৫ই শা'বান রাতে নফল নামাজ পড়ার পদ্ধতি জানতে মাকতাবাতুল মদীনার ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'প্রিয় নবীর মাস' পুস্তিকাটি পাঠ করে নিন।

(মাদানী মুযাকারা, ১১ই শা'বান শরীফ, ১৪৪১ হিজরি)

(২) বাবা কি তার ছেলের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে পারবে?

প্রশ্ন: আমার ছেলে এ বছর যাকাত আদায় করেনি। এখন কি তার পক্ষ থেকে আমি তার যাকাত আদায় করতে পারব?

উত্তর: যদি ছেলে যাকাত আদায় না করে এবং পিতা ছেলের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে ইচ্ছুক থাকে, সেক্ষেত্রে ছেলের কাছ থেকে এর অনুমতি নিতে হবে। তার অনুমতি ব্যতীত যাকাত আদায় হবে না। যদি ছেলে অনুমতি দেয়, তবে বাবার দেয়া যাকাত ছেলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। (মাদানী মুযাকারা, তারাবির নামাযের পর, ১১ই রমযান শরীফ, ১৪৪১ হিজরি)

(৩) মশার রক্ত হাতে বা কাপড়ে লাগলে কি নামাজ হবে?

প্রশ্ন: নামাজ আদায় করার সময় আমার গালে একটি মশা বসে। কাজেই আমি সেটিকে মারার জন্য হাত চালাই এবং সেটি মারাও যায়। এতে করে আমার গালে ও হাতে রক্ত লেগে যায়। এর জন্য কি আমার নামাজে কোনো সমস্যা হবে?

উত্তর: প্রথমত মশার দেহে রক্তের যে পরিমাণ তা খুবই কম। **দ্বিতীয়ত** মশার রক্ত হচ্ছে পাক। (বাহারে শরীয়ত, ১/৩৯২) সুতরাং নামাজে মশার রক্ত হাত বা অন্য কোনো অঙ্গে লেগে গেলে নামাজে কোনো সমস্যা হবে না।

(মাদানী মুযাকারা, তারাবির নামাযের পর, ১৯ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(৪) কুরআনে পাকে কালেমায়ে তায়্যিবার উল্লেখ

প্রশ্ন: হুবহু কালেমায়ে তায়্যিবা কি কুরআনে পাকে রয়েছে?

উত্তর: হুবহু কালেমায়ে তায়্যিবার উল্লেখ কুরআনে পাকে নেই। বরং আলাদা আলাদাভাবে এসেছে। এক জায়গায় এসেছে: ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য

কারো বন্দেগী নেই; (পারাঃ ২৩, সূরা সাফফাতঃ ৩৫) অন্য আরেক জায়গায় এসেছে: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ﴾ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' (পারাঃ ২৬, সূরা ফাতাহঃ ২৯) তবে হাদিসে পাকে একসাথে এর উল্লেখ রয়েছে। (সহিহ বুখারি, ১৪/১, হাদীস ৮। মাদানী মুযাকারা, তারাবির নামাযের পর, ১৭ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(৫) মহল্লার অলি-গলি থেকে গান-বাজনার আওয়াজ এলে কী করা উচিত?

প্রশ্ন: যদি পাড়া-মহল্লায় বিয়ে উপলক্ষে ঢোল বা বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং সেগুলোর আওয়াজ কানে আসে, সেক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?

উত্তর: যদি ঢোল, বাদ্যযন্ত্র বা গান-বাজনা বন্ধ করা সম্ভবপর না হয়, তবে মন থেকে এটাকে ঘৃণা করুন এবং যতটুকু সম্ভব আওয়াজ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। দরজ-জানালা এমনকি ঘরের যেসব ছিদ্র বন্ধ করা সম্ভব সেগুলোও বন্ধ করে দিন। আমাদের পক্ষে এতটুকু করা সম্ভব, ঘরবাড়ি ছেড়ে তো আর চলে যাওয়া যাবে না। যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের ভাবা উচিত যে, প্রথমত এটা হলো গুনাহের কাজ। দ্বিতীয়তো এর কারণে প্রতিবেশীদের হক্বও নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং এর শাস্তি আলাদা। (মাদানী মুযাকারা, তারাবির নামাযের পর, ১৫ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(৬) সাদকা করার পরিবর্তে পাখিদের খাবার খাওয়ানো কেমন?

প্রশ্ন: কোনো মুসলমানকে সদকা করার পরিবর্তে সেই টাকা দিয়ে পাখিদের খাবার খাওয়ানো কেমন?

উত্তর: সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য যদি ওয়াজিব সদকা হয়, যেমন; যাকাত, ফিতরা; তবে সেই টাকা দিয়ে খাবার ক্রয় করে পাখিদের খাওয়ালে যাকাত আদায় হবে না। তবে নফল সদকার টাকা দিয়ে কবুতরসহ অন্য যেকোন পাখিকে খাবার খাওয়ানো যেতে পারে এবং খাওয়ানো উচিত। কেননা এটা উত্তম ও সাওয়াবের কাজ।

(মাদানী মুযাকারা, আসরের নামাযের পর, ১৩ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(৭) জানাযার নামাজের সূচনা

প্রশ্ন: জানাযার নামায কখন ফরজ হয়েছে?

উত্তর: জানাযার নামাজের সূচনা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام-এর যুগ থেকে হয়েছে। ফেরেশতারা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام-এর জানাযার নামাযে চারটি তাকবির পাঠ করেছিল। আর আমাদের শরীয়তে জানাযার নামাজের ফরজ হওয়ার বিধান মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত আসাদ বিন যুরারাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হিজরতের নবম মাসের শেষে ইন্তিকাল করেন। তিনিই প্রথম সাহাবী যাঁর জানাযার নামাজ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বপ্রথম পড়েন। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৫/৩৭৫। মাদানী মুযাকারা, তারাবির নামাযের পর, ১৬ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(৮) নিজের কবর আগে থেকেই খনন করে রাখা কেমন?

প্রশ্ন: কেউ কি জীবিত অবস্থায়ই তার কবর খনন করে রাখতে পারবে?

উত্তর: ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেছেন: কাফন রাখতে পারবে। তবে আগে

থেকেই কবর খনন করে রাখা অহেতুক কাজ। কেননা, কেউ জানে না, সে কোথায় মরবে। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৯/২৬৫) উদাহরণস্বরূপ কবর নিজ এলাকায় খনন করে রাখলো, কিন্তু তার মৃত্যু হলো মদীনায় এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন হলো। সুতরাং জান্নাতুল বাকীতে দাফন হওয়ার ইচ্ছা কার না থাকে। প্রত্যেক মুসলমানেরই থাকে।
(মাদানী মুযাকারা, তারাবির নামাযের পর, ১৭ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(৯) কন্যাকে পাত্রস্থ করার আগ পর্যন্ত ছেলে-মেয়ের পৃথক থাকা উচিত

প্রশ্ন: ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু মেয়েকে পাত্রস্থ করা হয়নি। এমতাবস্থায় কি তারা একে অপরের জন্য নামাহরিম হবে?

উত্তর: শরীয়তের সকল শর্ত মোতাবেক যদি বিয়ে হয় তবে একে অপরকে দেখা ও কথা-বার্তা বলার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। তবে সামাজিক রীতি-রেওয়াজ মেনে চলা উচিত। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়েকে পাত্রস্থ করবে ততদিন পর্যন্ত আলাদা থাকাই ভালো। এতে পরিবারের লোকেরাও খুশি থাকবে এবং সামাজিক শৃঙ্খলাও বজায় থাকবে।
(মাদানী মুযাকারা, আসরের নামাযের পর, ১৪ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(১০) স্ত্রীর স্বামীকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা কেমন?

প্রশ্ন: কোনো মহিলা যদি তার স্বামীকে কথায় কথায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, সেক্ষেত্রে এর বিধান কী হবে?

উত্তর: স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে এ ধরনের ব্যবহার করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। তার জন্য তাওবা করা ও স্বামীর নিকট ক্ষমা চাওয়া জরুরি। স্ত্রীরা তো স্বামীর আনুগত্য করবে। (মাদানী মুযাকারা, তারাবীহর নামাযের পর, ১৪ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

(১১) খরচের ভয়ে বিয়ে না করা কেমন?

প্রশ্ন: কেউ যদি এ ভয়ে বিয়ে না করে যে, পরিবার চালানো সহজ কথা নয়, বিয়ের পর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়; তবে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর: যদি কোনো ভালো প্রস্তাব পেয়ে যায় এবং বিয়ের খরচ বহন করার পাশাপাশি থাকার ঘর ও ভরণপোষণের সক্ষমতাও রাখে, তবে বিয়ে করে নেয়া উচিত। যে আসবে, সে নিজের জীবীকা নিয়েই আসবে। তাছাড়া সন্তান জন্মালে সেও তার জীবীকা নিয়েই পৃথিবীতে আসবে। কুরআনে পাকে এসেছে:

وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْیَةَ اِمْلَاقٍؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِیَّاكُمْؕ-

اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِیْرًا(۳۱)

<u>**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:**</u> আর আপন সন্তানদের হত্যা করো না দারিদ্রতার ভয়ে। আমি তাদেরও রিযিক দিবো এবং তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ। (পারা: ১৫, সূরা বনী ইসরাইল: ৩১) মনে রাখবেন, রিযিক প্রদানকারী হলেন আল্লাহ পাক। (মাদানী মুযাকারা, তারাবির নামাযের পর, ১১ই রমযান শরীফ ১৪৪১ হিজরি)

ওলামায়ে দ্বীনের মহত্ব ও শানের কারণ

মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

তবে সঠিক কোনটি?

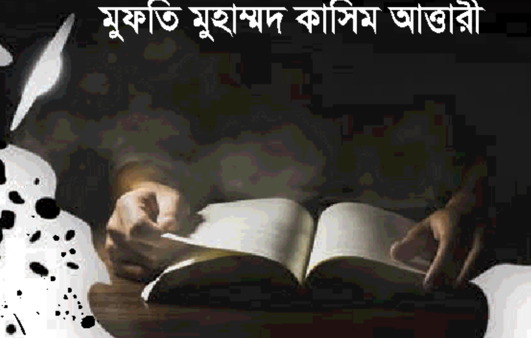

জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী প্রত্যেকের নিকট এই সত্যটি স্পষ্ট যে, জ্ঞান ও জ্ঞানীর সম্মান ও মর্যাদা কুরআন ও হাদীসে খুবই শান সহকারে বর্ণিত হয়েছে। আদম عَلَیْہِ السَّلَام এর জ্ঞানের ফযিলত প্রকাশ হলে ফেরেশতারা তাঁকে সেজদা করা, মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর জ্ঞানার্জনের জন্য খিজির عَلَیْہِ السَّلَام এর দিকে সফর, কারুনের পার্থিব শান শওকত ও সম্পদের প্রাচুর্যতা দেখে বিস্ময় প্রকাশকারীদেরকে জ্ঞানীদের উপদেশ, হযরত লুকমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বর্ণনা, আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কিতাবি জ্ঞানের সাহায্যে মহান কেরামত প্রদর্শন আর সবচেয়ে বড়, জগতের সর্বশ্রেষ্ট জ্ঞানী মনিষী, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করাতে থাকার মৌখিক আদেশ, জ্ঞান ও জ্ঞানীর শান বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ঠ।

এ সকল উদাহরণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাকের দরবারে ওলামাদের শান কিরূপ উঁচু এবং এই বিষয়টিও গোপন নয় যে, প্রত্যেক শান ও মর্যাদার কোনো না কোনো কারণ থাকে। যেমন; মুজাহিদদের মর্যাদা এ জন্যই যে, তারা আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে, আবিদদের মহত্ব এজন্যই যে, তাঁরা তাঁদের ঘুম, আরাম এবং সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে জ্ঞানীদের ফযিলত ও

শানেও কারণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি কারণ তো স্বয়ং জ্ঞানের সত্তাগত মর্যাদা যে, জ্ঞান সত্তাগতভাবেই স্বয়ং ফযিলতের মাধ্যম আর ওলামাদের মর্যাদার দ্বিতীয় কারণ হলো যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের দ্বীনের প্রচার ও প্রসার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং স্থায়িত্ব ও আধিপত্যের জন্য নিজের জীবনকে ব্যয় করেন আর যারাই আল্লাহর দ্বীনের জন্য পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করবে, তারাই আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হবেন, যেমনটি যদি একজন শিক্ষক লেখাপড়ার ব্যাপারে ছাত্রদেরকে কোন কাজ করার আদেশ দেন কিন্তু ছাত্ররা উদাসীন হয়ে বসে থাকে, নিজেদের অলসতায় মত্ত থাকে। এবার যদি সেই ক্লাসের কোনো ছেলে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের উৎসাহিত করে যে, দেখো আমাদের শিক্ষকের কথা মেনে চলা উচিৎ, আমাদের পরিশ্রমের সহিত পড়া উচিৎ, আমাদেরকে আমাদের প্রতিটি লেখাপড়ার কাজ সম্পূর্ণ করা উচিৎ ইত্যাদি, তখন স্বভাবতই ছাত্রের এরূপ আচরণে শিক্ষকের খুবই আনন্দ হবে যে, আমার আদেশ বাস্তবায়নের জন্য এই ছেলেটি কিরূপ চেষ্টা করছে। এরই দ্বিতীয় উদাহরণ হলো;কোনো দেশের ঐ সকল ব্যক্তি, যারা দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখে, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দমন করে বা ভাল কাজে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে, তাদেরকে দেশের শ্রেষ্ট সন্তান অভিহিত করা হয় এবং স্বদেশ তাদেরকে সম্মান করে।

এই উদাহরণগুলো দ্বারা আপনারা জ্ঞানীদের মহত্বের কারণ বুঝে নিন যে, একদিকে তো আল্লাহর আপন সৃষ্টির জন্য আকীদা, ইবাদত, কার্যাবলী ও নৈতিকতার ব্যাপারে অসংখ্য বিধি-বিধান রয়েছে, যেমন;আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য মেনে নেয়া, তাঁর সকল রাসূলগণ, কিতাব সমূহ, ফেরেশতা ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর ইবাদত করা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত পালন করা, আল্লাহর কুরআন পড়া, এর অর্থ অনুধাবন করা ও তদানুযায়ী আমল করা। সৃষ্টির হক আদায় করা, বাবা-মা, সন্তান, ভাইবোন, স্ত্রী-সন্তান, প্রতিবেশী, অপরিচিত জন ও মানুষ ও প্রাণী সকলের সাথে যথা সম্ভব উত্তম আচরণ করা। নিজের অন্তর অহঙ্কার, হিংসা, বিদ্বেষ, লৌকিকতা, দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পবিত্র রাখা এবং উত্তম বাতেনী নৈতিকতা দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করো, যেমন; একনিষ্ঠতা, ভরসা, ধার্মীকতা, অল্পেতুষ্টতা, ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহর ভালবাসা ইত্যাদি। এটাই ভূ-পৃষ্টে সকল মানুষের জন্য আল্লাহর বিধান।

অপরদিকে সৃষ্টির যেই অবস্থা, তা সকলের সামনে যে, অসংখ্য মানুষের আকিদা খারাপ, কেউ নাস্তিক, কেউ মুশরিক, কেউ ভ্রান্ত আকিদার সাথে জড়িয়ে আছে, তো কেউ অন্য কোন দিকে। একই অবস্থা ইবাদতের ক্ষেত্রেও, অবিশ্বাসীদের ইবাদত থেকে দূরে থাকা তো স্বাভাবিক, কিন্তু বিশ্বাসীদের মধ্যে কতজন নামাযী, পরহেযগার তাও আমরা জানি। বান্দার হকের ব্যাপারে উদাসীনতা, হত্যা, অত্যাচার ও নির্যাতন, নীপিড়ন, হারাম ও ঘুষের কালো থাবায় জর্জরিত। মানুষের বড় একটি অংশের অন্তর অহঙ্কার ও

হিংসা শিকার আর সম্পদ ও দুনিয়ার মোহে গ্রেফতার। একনিষ্ঠতা, ভরসা, ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতা খুঁজলে তবে আউলিয়ায়ে কিরামের নামই সামনে আসে, সর্বসাধরণের মাঝে লৌকিকতা, উপাদানের উপরই পূর্ণ নির্ভরশীলতা, অধৈর্য ও অকৃজ্ঞতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মোটকথা একদিকে আল্লাহর বিধান আর অপরদিকে সৃষ্টির উদাসীনতা ও আমলহীনতা। এমন পরিস্থিতিতেও ওলামায়ে দ্বীনের সত্তাই আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ঐ মহান মনিষী, যাঁরা আল্লাহ পাকের বিধানের প্রতি আগ্রহী করার জন্য প্রচেষ্টা করে থাকেন আর জ্ঞানার্জন করে, জ্ঞান দান করে, দ্বীন শিখে, শিখায়, কুরআন তিলাওয়াত করে, করায়, মানুষকে মাসয়ালা বুঝায়, হালাল ও হারামের পার্থক্য বলে, আকিদার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, তা বিকৃত হওয়া থেকে বাঁচায়, মৃত্যু, কবর, আখিরাতের স্মরণ করায় এবং আমল সংশোধনের প্রতি মনযোগী করে। মোটকথা তাঁরা হলেন ঐ লোক, যাঁরা অন্যদের মতো মানুষ, সুস্থ স্বাভাবিক হাত-পা সম্পন্ন, সুতরাং চাইলে অবশিষ্ট লোকের মতো দুনিয়া অর্জন করতে পারেন, আনন্দ উল্লাস করতে পারেন, দ্বীনের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করতে পারেন, প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে পারেন কিন্তু এই ওলামারা এরূপ উদাসীনতায় পতিত হওয়ার পরিবর্তে দ্বীন শিখে মানুষকে শিখানো এবং দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। সুতরাং যখন ওলামায়ে দ্বীন নিজের জীবন আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁদের মর্যাদাও এতো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং কুরআনে ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন। (পারা: ২৮, মুজাদালাহ: ১১) আর এই কারণেই ওলামাগণ আল্লাহর নিকট যতটা পছন্দনীয়, ততটাই শয়তান ও তার অনুসারীদের নিকট অপছন্দনীয়। যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: একজন আলিম ও ফকিহ, এক হাজার আবিদের চেয়ে বেশি শয়তানের উপর শক্তিশালী হয়ে থাকে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৩১২, হাদীস ২৬৯০) অর্থাৎ শয়তান এক হাজার ইবাদতকারী থেকে এতটা কষ্ট পায় না, যতটুকু একজন আলিমে দ্বীন থেকে পায়, কেননা ইবাদতকারী তো ইবাদতের মাধ্যমে নিজের একার মুক্তির জন্য চেষ্টা করে থাকে, পক্ষান্তরে আলিম নিজের মুক্তির পাশাপাশি হাজারো, লাখো আর কখনো এরও বেশি মানুষের মুক্তির জন্য চেষ্টা করে থাকে। আলিম নিজে তো শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকে কিন্তু পাশাপাশি অপরকে বাঁচানো চেষ্টা করে থাকে এবং শয়তানের পরিকল্পনার সামনে মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। এ কারণেই শয়তানের আলিমে দ্বীনের মাধ্যমে অধিকতর কষ্ট অনুভূত হয়।

এমনিতে তো হাদীসে শয়তানের ব্যাপারে জানিয়ে দেয়ার কারণে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, শয়তানের হাজার গুণ বেশি কষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু সর্বাবস্থায় শয়তান ও তার কষ্ট আসলে দেখি না, এজন্যই হাদীসের সত্যতা পর্যবেক্ষণের জন্য

জ্বীন শয়তানের পরিবর্তে মানুষ শয়তান দেখে নিতে পারেন যে, ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতা প্রসারকারী এবং মুক্তচিন্তা ইত্যাদি সমর্থনকারীরা যেহেতু শয়তানের উদ্দেশ্য পূরণ করছে আর ওলামায়ে দ্বীন তাদের বক্তব্য ও রচনার প্রতিটা ক্ষেত্রে মোকাবেলা করে, তখন শয়তানের ন্যায় তার মনুষ্য অনুসারীরা ও প্রতিনিধিরাও ওলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে লিখে থাকে, বলে থাকে ও চিৎকার চেঁচামেচি করে, বকবক করে আর মুখে ফেনা তুলে বেড়ায়। আর তা কেনইবা হবে না যে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে কাউকে সরানোর চেষ্টা করে তখন ওলামারা তার প্রতি অগ্নিশর্মা হন, কেননা ওলামারা হলেন রহমানের বান্দা। অপরদিকে যখন ওলামায়ে কিরাম শয়তানের আনুগত্য থেকে মানুষকে সরাতে, বাঁচাতে এবং দূরে রাখতে চেষ্টা করেন তখন শয়তানের অনুসারীদেরও রাগ আসে।

যাইহোক আমরা তো এটাই বলবো, “আমাদের জন্য আমাদের আমল, তোমাদের জন্য তোমাদের আমল।” তবে কিয়ামতের দিন জানা যাবে যে, কারা দ্বীনের মুবাল্লিগ অর্থাৎ আল্লাহর পয়গাম্বর, সত্যিকার আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সহযাত্রী হয়ে সম্মানের পাত্র হবে আর কারা দ্বীনের সাথে শত্রুতা পোষণকারী শয়তানের সহচর হয়ে লাঞ্ছিত হবে।

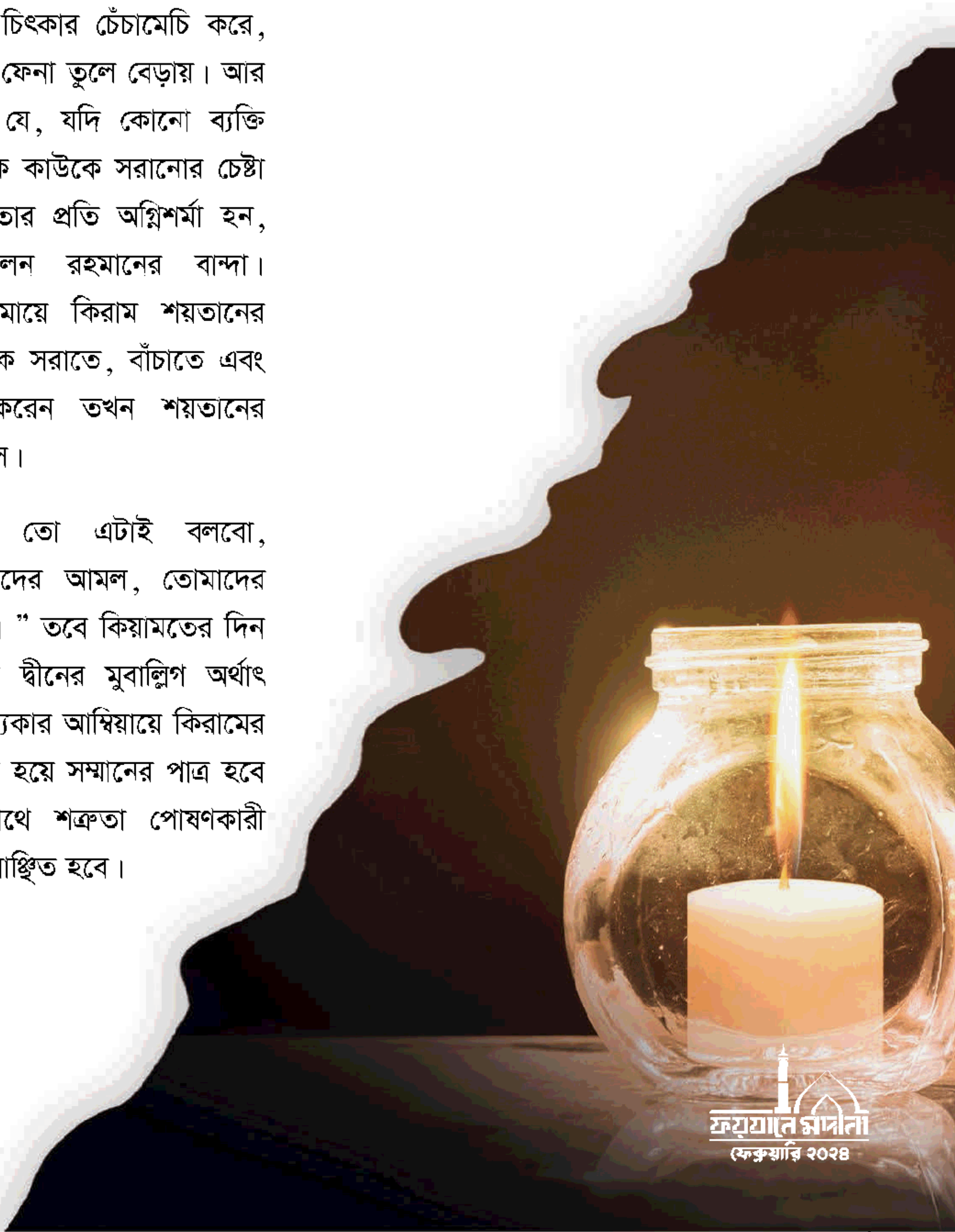

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মাওলানা আসাদ আত্তারী মাদানী

স্বপ্ন: আমি স্বপ্নযুগে আকাশে মদীনা শরীফ দেখেছি।

ব্যাখ্যা: খুবই ভালো স্বপ্ন, মদীনা শরীফের প্রতি আপনার ভালোবাসার নিদর্শন।

স্বপ্ন: আমি স্বপ্নযুগে গাড়ি করে কোথাও যাচ্ছিলাম। তবে গাড়িটি হঠাৎই একটি পশুর আকৃতিত পরিবর্তন হয়। মনে হচ্ছিল, কোনো যাদুকর যাদু করছে। অযিফা পাঠ করা আরম্ভ করলে সেই পশু থেকে আমি পরিত্রাণ পেয়ে যাই।

ব্যাখ্যা: স্বপ্নটি অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে দৈনন্দিন জীবনের রুটিনে কিছু দোয়া-দরূদ ও অযিফা আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সুতরাং যদি কোনো কামিল পীর সাহেবের নিকট মুরিদ হয়ে থাকেন, তবে তাঁর প্রদত্ত কিছু না কিছু অযিফা আপনার অবশ্যই পড়া উচিত। اِنْ شَآءَ الله এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

স্বপ্ন: আমি স্বপ্নযুগে আমার শাশুড়িকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আর দেখেছি, তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর আমরা সবাই কাঁদছি। এমতাবস্থায় আমার স্বামী তাঁকে নাড়া দিলে তিনি জীবীত হয়ে যান।

তাছাড়া আমার মা কিছুদিন আগে স্বপ্নে দেখেছেন, বাড়িতে দুটি লাশ রাখা আছে এবং দুটো লাশই কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এছাড়াও লাশগুলোর আশেপাশে প্রচুর ময়লা আবর্জনা। অনুগ্রহ করে আমাকে এই উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন!

ব্যাখ্যা: এ ধরনের স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং অনর্থক চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য আপনার শাশুড়ি যদি জীবীত থাকেন, তবে তার জন্য অবশ্যই সুদীর্ঘ নেক হায়াতের দোয়া করবেন।

স্বপ্ন: আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মুখে কালো দাগ পড়ে আছে। অনুগ্রহ করে এর ব্যাখ্যা বলে দিন!

ব্যাখ্যা: মুখের কালো দাগ আর্থিক সঙ্কটের প্রতি ইশারা করে। এক্ষেত্রে স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য করণীয় হলো, নিজের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যদি কোথাও কোনো ঘাটতি থাকে, তবে তা দূর করা। আর যদি কোনো গুনাহের কাজে নিজেকে লিপ্ত পান, তবে এর থেকে তাওবা করতে হবে এবং বিরত থাকতে হবে।

স্বপ্ন: আমার শ্রদ্ধেয় বাবা, তিনি বারবার প্রায় একই স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, তাঁর জুতা হারিয়ে গিয়েছে কিংবা তিনি পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। আর যদি খুঁজে পেয়েও যান, তবে সেটা হয় কবরস্থানের উপর দিয়ে। সুতরাং কবরস্থানের উপর দিয়েই তিনি রাস্তা পার হন। তিনি বলেন: এই একই স্বপ্নে আমি বহুবার দেখেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন!

ব্যাখ্যা: বিক্ষিপ্ত নানান চিন্তা-ভাবনার কারণে এ ধরনের স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর দরবারে সুরক্ষিত ও নিরাপত্তা লাভের জন্য দোয়া করুন।

আবেদন

খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান

মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী
দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার
নিগরান মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

"খাবার" নষ্ট করা একটি International Problem (আন্তর্জাতিক সমস্যা)। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশরাই ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়ার পরও পানাহারের অসংখ্য জিনিস নষ্ট করে দেয়, বিবাহ অনুষ্ঠান, বুযুর্গানে দ্বীনের ওরশ, রমযানুল মুবারকে সাধারন লোকেদের ইফতারের জন্য বিভিন্ন স্থানে লাগানো দস্তরখানা অথবা বড় লোকদের ইফতার পার্টি, হোটেল ও ঘর প্রত্যেক জায়গাতেই খাবার নষ্ট হতে দেখা যায়। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে সাধারনত নষ্ট করা খাবার আবর্জনার স্তূপে ফেলার প্রচলন তেমন নেই কিন্তু বিদেশে তো দূর্ভাগক্রমে আবর্জনার বক্স বা ডাস্টবিনে ভাত, রুটি, তরকারি ইত্যাদি প্রতিদিন লাখো কোটি টাকার খাবার ফেলে দেয়া হয়, যা কোন মানুষের পেটে যায় না।

এমনও অনেক দেশ রয়েছে যে, যাতে খাবার নষ্ট করার রীতিমতো আইনও বানানো আছে। যেমন একটি উন্নত দেশের ব্যাপারে জানতে পেরেছি যে, সেখানে হোটেল মালিক আইনিভাবে এই বিষয়ে বাধ্য হয়ে থাকে যে, রয়ে যাওয়া

খাবার সন্ধ্যায় ফেলে দিতে হবে, যেমন যদি হোটেলে মাছ রান্না করে বা তেলে ভাজা কিংবা কড়া ফ্রাই করে বিক্রি করে, তবে সন্ধ্যায় যত মাছ রয়ে যাবে, হোক তা রান্না করা কিংবা কাঁচা ফ্রিজে রাখা, সবকিছুই ফেলে দেয়া জরুরী। আর তা এক হাজার টাকার হোক কিংবা লাখ টাকার হোক, তা পরদিন খাওয়ানো যাবে না। আপনারা এ থেকে অনুমান করুন যে, যখন ফ্রিজারে রাখা কাঁচা মাছ পরদিন চালানো যাবে না তবে রান্না করা খাবার পরদিনের জন্য ফ্রিজারে কে রাখবে? এটাও আবশ্যিকভাবে ফেলে দিতেই হবে।

দাওয়াতে খাওয়ার সময় টেবিল, দস্তরখানা এবং কার্পেটে অনেক খাবার ফেলে দেয়া হয়, যেই হাড়ের সাথে মাংস লেগে থাকে তা ভালভাবে পরিস্কার করা হয়না, পাতিল থেকে গরম মসলা এবং খাওয়া যায় না এরূপ জিনিস তুলে নেয়ার সময় খাবারের অনেক কণাও সাথে চলে যায় আর নষ্ট হয়ে যায়, খাওয়ার পর পাত্রে থাকা সামান্য খাবার আবারো ব্যবহার করার প্রতি অধিকাংশ লোকেরই মানসিকতা হয়না, অবশিষ্ট রুটি বা এর টুকরো এবং রয়ে যাওয়া ভাতও ফেলে দেয়া হয়, এভাবে পাতিলেও অনেক তরকারি রয়ে যায়, যা ধোয়ার ফলে নষ্ট হয়ে যায়।

অজ্ঞতার কারণে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করার কারণে কিছু লোকের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়, অতঃপর তারা মুসলমানের উচ্ছিষ্টতেও জীবাণু আর ব্যাক্টিরিয়া দেখতে পায় এবং তারা নিজের মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্ট খেতে ঘৃণা ও বিব্রতবোধ করে থাকে। এতেও পানাহারের জিনিস নষ্ট হওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়, অথচ মুসলমানের উচ্ছিষ্ট খাওয়া একে তো বিনয়ের কাজ। (কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ২/৫১, হাদীস ৫৭৪৫) আর দ্বিতীয়ত "মুমিনের উচ্ছিষ্টে আরোগ্য" এর সুসংবাদ রয়েছে। (আল ফাতাওয়াল কুবরা লিল ফকিহয়াতি লিইবনে হাজর হায়তামী, ৪/১১৭) আর ফ্রেশ খাবার খাওয়া ও ফ্রেশ পানি পান করাতে আরোগ্যের সুসংবাদ কোথাও শুনিনি।

বর্তমানে প্রত্যেকেই বরকতহীনতা ও অভাবের কারণে চিন্তিত, এমন তো নয় যে, এই চিন্তা খাবার নষ্ট করা এবং রিযিকের অসম্মানের কারণে হচ্ছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে এলেন, রুটির টুকরো নিচে পড়ে থাকতে দেখে তা তুলে নিয়ে মুছলেন অতঃপর খেয়ে নিলেন আর ইরশাদ করলেন: হে আয়েশা! ভাল জিনিষের সম্মান করো, কেননা এই জিনিস (অর্থাৎ রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে তখন আর ফিরে আসেনি।" (ইবনে মাজাহ, ৪/৫০, হাদীস ৩৩৫৩) আমাদের দ্বীন ইসলাম তো আমাদেরকে দস্তরখানায় পড়ে যাওয়া খাবারের কণা তুলে খেয়ে নিতে আর তা নষ্ট না করার শিক্ষা দেয়, যেমনটি হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে পড়ে যাওয়া খাবারের টুকরো তুলে খেয়ে নেয়, সে সমৃদ্ধ জীবন অতিবাহিত করে আর তার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানরা মেধাহীনতা থেকে নিরাপদ থাকে। (জামেয়েল আহাদিস, ৭/১৪৪, হাদীস ২১৪৮০) মনে রাখবেন! জেনেশুনে যে একটি ফোঁটা এবং একটি দানাও নষ্ট করলো তবে

সে আখিরাতে ফেঁসে যেতে পারে, সম্পদ নষ্ট করা নাজায়িয ও গুনাহ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। তাছাড়া যদি আমরা খাবার নষ্ট করি তবে কিয়ামতের দিন এর হিসাব নয় বরং আযাব রয়েছে, হিসাব তো হালাল সম্পদের জন্য, যা আমরা খেয়ে ও পান করে নিয়েছি আর ব্যবহার করেছি, অবশিষ্ট যা আমরা নষ্ট করে দিয়েছি তার জন্য তো রয়েছে আযাব।

শরীয়তের অনুসরনে খাবার নষ্ট না করার মহা মনিষীদের যেই মানসিকতা হয়ে থাকে, তাঁদের কথা পড়ে ও শুনে আমরা তো আশ্চার্য হয়ে যাই, যেমনটি আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি আমার ঘরে ১০০বার দেখেছি যে, যেই পাতিলে ভাত রান্না করা হয়েছে, তাতে লেগে থাকা ভাত ফেলে দেয়ার পরিবর্তে পাতিল ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়, যখন আবার ভাত রান্না করবে তখন সেই পাতিলেই রান্না করা হয়, এভাবে তা সবই মিক্স হয়ে যায়। তাছাড়া তিনি বলেন: আমার মরহুমা বড় বোন একবার আমাকে বলেছিলেন যে, তরকারিতে বেঁচে যাওয়া কাঁচা মরিচ আমরা ফেলে দেয়ার পরিবর্তে রেখে দিই এবং তা পরবর্তিতে পিষে ব্যবহার করে নিই।

(মাদানী মুযাকারা: ৮ মুহাররম শরীফ ১৪৪১ হিঃ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ইং)

এই মহা মনিষীদের পদ্ধতি অনুসরন করে যদি আমরা সবাই আমাদের এই মানসিকতা বানিয়ে নিই যে, খাবারের একটি কণাও নষ্ট করবো না আর না কাউকে নষ্ট করতে দিবো, তাছাড়া অপর মুসলমান ভাইয়ের উচ্ছিষ্টও খেয়ে নিবো, তবে এতে যেমন খাবার নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচবে তেমনি অভাব ও দারিদ্রতাও কমে আসতে পারে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতেও কন্ট্রোল করা যাবে। কেননা সাধারনত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি তখনই হয় যখন কেনাকাটা বেড়ে যায়, অতএব যখন মানুষ কেনাকাটা কম করবে তখন দোকানে, কারখানায় এবং ফ্যাক্টরীতে মাল স্টক হয়ে থাকবে, বিক্রি হবে না আর তখন বিক্রেতারা দাম কমিয়ে দিবে। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর মুরীদদের নিকট খাবারের জিনিষের দাম জিজ্ঞাসা করলে তখন তাঁকে বলা হলো: এর দাম অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। তিনি বললেন: তা কেনা বন্ধ করে দাও, এমনিতেই সস্তা হয়ে যাবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১০৮)

আমার সকল আশিকানে রাসূলের নিকট আবেদন হলো যে, খাবারের সম্মান করুন, তা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান এবং অপরকেও এই মানসিকতা প্রদান করুন, ভাত, রুটি, তরকারি এবং এরূপ অন্যান্য খাবারের জিনিস যদি অবশিষ্ট রয়ে যায় এবং খাওয়ার উপযুক্ত থাকে তবে আবারো ব্যবহার করার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন অথবা এমন কাউকে দিয়ে দিন, যে তা ব্যবহার করে নিবে অথবা গরু, ছাগল, পাখি, মুরগী বা বিড়ালকে খাইয়ে খাবারের প্রতি অসম্মান ও অপচয়ের অপরাধ থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তোমার নেয়ামতের কদর করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বৈপ্লবিক সফলতা

(দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

আড়াই বছরে জনসমৃদ্ধির রহস্য

মাওলানা আসাদ খান আত্তারী মাদানী

★ অত্যাচার ও পাপাচারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণ:

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه খেলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বীয় অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তন্মধ্যে অত্যাচার ও পাপাচারীর সঙ্গে যারাই যুক্ত ছিল, তাদের সকলকে তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। এমনকি উমাইয়া শাসনামলের সবচেয়ে অত্যাচারী ও পাপাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিবার ও তার অধিনস্থ সকল কর্মকর্তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর সেখানকার গভর্নরকে লিখেন: আমি আপনার নিকট আবু আকিলের পরিবারকে পাঠাচ্ছি, যারা আরবের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পরিবার, তাদেরকে আপনার শাসনাধীন এলাকার দিক-বেদিক ছড়িয়ে দিন।

(সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে জাওযি, পৃষ্ঠা: ১০৯)

★ প্রায়শই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

যেকোনো কাজে দীর্ঘস্থায়ী ফল লাভের জন্য ক্রমাগত প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। সেজন্য প্রায়শই তিনি গভর্নদের নিকট চিঠি লিখে অত্যাচারী ও পাপাচারীদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। (সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে জাওযি, পৃষ্ঠা: ১০৭) একবার তিনি চিঠির মাধ্যমে তাঁর এক গভর্নরকে লিখেন: যদি তুমি ন্যায়বিচার, নির্ভুলতা ও দয়া সেই পরিমাণে করতে পারো যে পরিমাণে অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়ন তোমার পূর্ববর্তী লোকেরা করেছে, তবে অবশ্যই করো। (তবকাতুল কুবরা, ৫/২৯৯) এর পাশাপাশি তিনি তাকওয়া অবলম্বন, শরীয়তের অনুসরণ ও মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার জন্যও উপদেশ দিতেন।

(সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে জাওযি, পৃষ্ঠা: ১২০)

★ ইলমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও ইলমে দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে হাফেয, ওলামা, ফকিহ ও বক্তাদের জন্য বায়তুল মাল থেকে নির্দিষ্ট ভাতা প্রদানের ঘোষণা দেন। তাঁদের পারিবারিক ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করার মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের প্রচার, জনসাধারণকে দিকনির্দেশনা ও ইসলামী শিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য তাঁদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। যেমন: তিনি চিঠির মাধ্যমে জাফর বিন বোরকানকে লিখেন, “আপনার অধিনস্থ অঞ্চলের সম্মানিত ফকিহ ও আলেমগণের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করুন এ বলে, আল্লাহ পাক আপনাদের যেই মহিমান্বিত জ্ঞান দান করেছেন, তা আপনাদের মাহফিল ও মসজিদসমূহে ছড়িয়ে দিন।” (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৩৪৭) তাঁর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে চারদিকে মানুষ জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্ষোভ ও পারস্পরিক ঝগড়া ভুলে শান্তি ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে আরম্ভ করে।

★ বিভিন্ন দিক থেকে স্বাধীনতা

পাখিদের যেমন খোলা আকাশে উড়তে স্বাধীন ও মুক্ত হওয়া প্রয়োজন হয়। অনুরূপ প্রত্যেকটি জাতিরই উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে। ধুকে ধুকে জীবনযাপনকারী জাতি কখনও উন্নয়নের চূড়ায় আরহণ করতে পারে না। এজন্যই হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর শাসনামলে মানুষের ওপর থেকে সেই সকল বাধা-বিপত্তি ও নীতিমালা তুলে নিয়েছিলেন যা শরীয়তের দাবি নয়। এবং এমন প্রতিটি স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন যা শরীয়ত বিরোধী নয়।

★ ফরিয়াদ করার স্বাধীনতা

যে দুঃখী ও নিপীড়িতদের কথা শুনে, দুঃখকে সুখ দ্বারা পরিবর্তন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, তাঁর প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপে আল্লাহর রহমত উন্নতি ও অগ্রগতির রূপে অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رحمۃ اللہ علیہ দুস্থ ও অসহায় মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্রই তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করতেন। একদিন তাঁর এক খুতবায় তিনি বলেন: যখনই তোমাদের কেউ আমার নিকট কোনো সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয় , আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তা পূরণ করার চেষ্টা করি। (তারিখে তাবারী, ৬/৫৭১)

★ ব্যবসার স্বাধীনতা

শরয়ী মোতাবেক ব্যবসা দেশের অর্থনীতিকে সচল ও স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رحمۃ اللہ علیہ -ও নিজ দেশের অর্থনীতিকে সচল ও স্থিতিশীল রাখতে প্রতিটি বৈধ ব্যবসা বৈধভাবে করার জন্য প্রত্যেককে নসীহত করেন। অপরদিকে স্থল ও সমুদ্রপথে কর্তব্যরত সকল কর্মকর্তাকে আদেশ করেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে স্থল ও সমুদ্র পথের কোথাও কোনো রকম কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না এবং প্রত্যেককে তার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসা ও কাজ করার অনুমতি প্রদান করবে। (সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে আব্দুল হিকাম, পৃষ্ঠা: ৮৩) তাঁর এই নসীহতের উপর ভিত্তি করে জনসাধারণ ব্যবসার প্রতি আগ্রহী হয় এবং পরবর্তীতে অর্থনীতির মাঝে এক অভাবনীয় উন্নতি আসে।

★ বায়তুল মাল ব্যবস্থাপনায় উন্নতি

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رحمۃ اللہ علیہ বায়তুল মালের সংস্কার, নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানের প্রতি খুব সচেষ্ট ছিলেন। এতে কোনো ধরনের কোনো অলসতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। কোনো কর্মকর্তার সামান্য পরিমাণ উদাসীনতাও যদি তিনি এতে লক্ষ্য করতেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সতর্ক করতেন। ইয়েমেনের বায়তুল মাল থেকে একবার এক দিনার হারিয়ে যায়। তিনি বায়তুল মালের কর্মকর্তাকে চিঠি লিখলেন: আমি তোমার দ্বীনদারী ও আমানতদারীতার ব্যাপারে সন্দেহ করছি না, তবে তোমার অসতর্কতা ও অবহেলাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছি। আমি মুসলমানদের সম্পদের রক্ষাকারী। সুতরাং তোমার উপর ফরজ হলো কসম খাওয়া।” (সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে জাওযি, পৃষ্ঠা: ১০৪ ও ১০৫)

★ গভর্নরকে গ্রেফতার করে নিলেন

খোরাসানের গভর্নর ইয়াজিদ বিন মোহাল্লাবের নিকট বায়তুল মালের বিপুল অর্থ পাওনা ছিল। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رحمۃ اللہ علیہ-র দরবারে এনে তার নিকট বায়তুল মালের সেই পাওনা অর্থ চাওয়া হলে, সে অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رحمۃ اللہ علیہ তাকে বলেন: যদি তুমি পাওনা পরিশোধ না করো, তবে তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। যে পাওনা তুমি আটকে রেখেছ তা যেকোনো মূল্যে তোমাকে পরিশোধ

করতে হবে। এটা মুসলমানদের অধিকার। আমি কোনো অবস্থাতেই তা ক্ষমা করব না। এরপরও সে তালবাহানা করলে তাকে কারাগাওে আবদ্ধ করা হয়। ইয়াজিদ বিন মোহাল্লাবের ছেলে মোখাল্লাদ যখন এ ব্যাপারে জানতে পায়, তখন সে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং তার পিতাকে মুক্ত করে দেয়ার আবেদন জানায়। তার আবেদনের প্রতি উত্তরে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পিতার কাছ থেকে সকল পাওনা উসুল করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়বো না।" (তারিখে তাবারী, ৬/৫৫৭)

★ বায়তুল মাল থেকে প্রদত্ত ভাতার ন্যায় সঙ্গত বণ্টন

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রজাদের মাঝে প্রত্যেক ব্যাপারে সাম্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক ধনীদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ ভাতা বাতিল করে বায়তুল মাল থেকে তাদের জন্যও ততটুকু অংশ নির্ধারন করেন যতটুকু অংশ একজন সাধারণ নাগরিকের জন্য নির্ধারিত ছিল। এমনকি তিনি নিজেকেও কোনো অতিরিক্ত ভাতা ভোগ করার অযোগ্য মনে করতেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যখন তাঁর নিকট এসে এ ব্যাপরে প্রশ্ন করে, তখন তিনি বলেন: আমার নিকট তো তোমাদের পাওনা কোনো সম্পদ নেই। বাকি রইল বায়তুল মাল, সুতরাং বায়তুল মালের উপর তোমাদের ততটুকুই অধিকার রয়েছে, যতটুকু অধিকার দূর- দূরান্তের কোনো এক নাগরিকের রয়েছে।

(সিরাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে জাওযি, পৃষ্ঠা: ১৩৬)

★ দারিদ্র্য বিমোচন

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর খেলাফতকালে যখন অত্যাচারের অবসান ঘটে, জবরদখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হয়, অবৈধভাবে কর আদায় করা রহিত করা হয়, প্রত্যেকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিপীড়নের অবসান ঘটানোর পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর তা বাস্তবায়ন করে প্রমাণ করেন যে, কুরআন ও সুন্নাতের প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করে খুবই অল্প সময়েও কোনো ভঙ্গুর প্রায় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী ও স্থিতিশীল করা সম্ভব। ইসলামী বিধিবিধান বাস্তবায়ন করে একটি সাধারণ জাতীকে উন্নত ও প্রগতিশীল জাতীতে রূপান্তর করা যায়। আর এটি পৃথিবীর সকল বাদশায় করতে পারে, তবে শর্ত হলো: পূর্ণ আন্তরিকতা ও সততার সহিত কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাকে ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে প্রয়োগ করা।

মাকতাবাতুল মদীনায়

পাওয়া যাচ্ছে

রজবের বাহার সম্বলিত বিশেষ পুস্তিকা

ফয়যানে রজব

মূল্য মাত্র
৬০ টাকা

বি.দ্র.
স্টক সীমিত

আজই সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭১৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা : ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা : আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কুমিল্লা শাখা : কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

সৈয়দপুর শাখা : পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ সংলগ্ন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net

01180592